উচ্ছ্বাস-তরঙ্গিণী।

ভুলুয়া প্রণীত।

ঘোষপুর—ফরিদপুর।

প্রকাশক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন রায়।

হাওড়া,
দি বৃটীস ইণ্ডিয়া প্রিণ্টীং ওয়ার্কস্, হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।
১৯১২।

মূল্য — ৶০ আনা মাত্র

প্রকাশকের নিবেদন।

উচ্ছ্বাস-তরঙ্গিণী তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল। সাধক-কুলতিলক প্রভুপাদ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, নৈমিষারণ্যের রামানুজ সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান গুরুমহারাজ স্বর্গীয় লক্ষ্মীদাস বাবাজী, এবং হনুমান দাস বাবাজী, স্বর্গীয় স্বনাম ধন্য সর্ব্বজন পরিচিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ, প্রভৃতি এই উচ্ছ্বাস সমূহ সম্বন্ধে যেরূপ অত্যুচ্চ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এবার আর প্রকাশ করিলাম না। এবার প্রত্যেক পাঠকের নিকটে ইহার সমালোচনার ভার অর্পিত হইল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে এই উচ্ছ্বাস শ্রীশ্রীগোপীনাথের সাধনোচ্ছ্বাস নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণে আমরা আগমণি এবং বউকথা কও পাখী সংযুক্ত করিলাম।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন রায়,
প্রকাশক।

শ্রীশ্রীগোপীনাথের সাধনোচ্ছ্বাস।

অশ্রুপূর্ণ নয়নে।

হরি তোমার বিচার চমৎকার !!

তোমার নাম বাহির হয়ে, তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে,
বিশ্বাসিয়ে তোমার নামে, পেয়েছি পরিচয় তার !
পেয়েছি হে পরাৎপর, সাক্ষী তোমার করুণার !!
হরে কৃষ্ণ হরে রাম, যে জন জপে অবিরাম,
অবিরাম শনির তাড়া তাহার নিত্য পুরস্কার।
উদরে মিলেনা অন্ন, লজ্জা নিবারণের জন্য
ছিন্ন বসন কুড়াইয়ে লেংঠী পরে আঙ্গুল চার।
যেখানে যায় দুষ্ট জনে দুষ্ট বলি নির্য্যাতনে,
মনের কষ্টে মরে থাকে, কি তোমাকে বল্‌ব আর,
তুমি যত ভক্ত বৎসল, শুন জগন্নাথ !
এবার পেয়েছি পরিচয় তার ॥

যে জন সত্য কথা বলে, যে জন সত্য পথে চলে,
তাহার ঘরে আগুণ জ্বলে, ভোগ করে সে কারাগার।

আবার, মিথ্যাবাদী হলে পরে, চৌদিকে সুখ তার।
সাধু হলে ভিক্ষাবৃত্তি, অসাধুর অগাধ সম্পত্তি,
সতীর নাই যাতনার সীমা, দুষ্টা কুলটার,
ঘটার তোড়ে পাহার নড়ে, এইত সুবিচার !!

সেদিন যেয়ে রামনগরে, দেখিলাম এক দুখীর ঘরে,
যুবক পুত্র রোগাক্রান্ত ; দুখিনী বৃদ্ধা মাতা তার,
তিন চারিদিন অনশনে, ডাকৃছে তোমায় ভক্তিমনে ;
বালিকা ভার্য্যা তাহার, [বল্'তে বক্ষ ফেটে যায় লোহার]
বালিকা ভার্য্যা তাহার, সভয়ে নিচ্ছে তোমার,
পতিতপাবন নাম শ্রীহরি, সমস্ত দিন নাই আহার।
সে, প্রার্থে পতির রোগ মুক্তি, শুনরে পাষাণের সার॥

বালিকার স্বভাব-সুলভ সরলতাময়,
উচ্ছ্বাসের প্রার্থনাতে, পাষাণের ও দয়া হয়॥

সে বলেছিল. হে জনার্দ্দন, হে জগন্নাথ পতিতপাবন,
তোমার দয়ার অবধি নাই, তুমি দীনের ভয় বারণ।
তুমি রক্ষা কর, কৃপা করি দুখিনীর পতির জীবন।
নাই জননী জন্মদাতা, নাই ভগিনী কিম্বা ভ্রাতা,
নাই এমন আত্মীয় ভবে, করিবে আর যে রক্ষণ,
নাই এমন সম্পত্তি ভবে, যাহার উপস্বত্ব হবে
জাতি ধর্ম্ম কুল-মান, রক্ষার কারণ॥

একমাত্র পতি আমার, সহায় সম্পত্তি সুসার
আজ রক্ষা কর কৃপা করি দীন দয়াময় জনার্দ্দন,

করুণাসাগর তুমি নাথ,
দাসীকে কর বিন্দুমাত্র কৃপা বিতরণ ॥

তোমারই করুণাবলে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চলে,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, তোমার ইচ্ছার নিদর্শন।
এ বিশাল বিশ্বপটে, নিত্য নূতন কত ঘটে
তোমার কৃপায়, করুণাময়! কে করিবে নির্দ্ধারণ?
কত পাপী তোমায় ডাকি, পাপের সাজায় দিচ্ছে ফাঁকী,
তাই তোমাকে পতিতপাবন, বলে থাকে জগজ্জন।
আজ, কৃপা করি রক্ষাকর, দুখিনীর পতির জীবন ॥
যদি বল পাপের ভোগে, পতি আমার দুঃখ ভোগে,
তবে সে ভোগ আমার ভাগ্যে, কর বিধে নির্দ্ধারণ
রক্ষাকর, করুণাময়! এ দুখিনীর প্রাণধন ॥
আমি ভিক্ষা করি শত দ্বারে, ফির্‌ব ঠাকুর অনাহারে,
কর্‌ব তোমার চরণ পূজা পরমেশ্বর জনার্দ্দন,
আজ কৃপা করি রক্ষা কর, এ দুখিনীর প্রাণধন ॥

হায় সে বৃদ্ধা জননীর রোদন,
শুনিলে, পাষাণ ফেটে হয় শতখান, পশুর ঝরে দুনয়ন ॥

সে বলে ছিল, হে জনার্দ্দন! পরমেশ্বর পতিতপাবন!
যৌবনের প্রারম্ভে পাই, এ পুত্ররতন।
পুত্রটী এলে কোলে, কাল মহাচক্রে ছ'লে,
হরণ করেছিল পতি, রমণীর সর্ব্বস্বধন।
ভিক্ষা করি করিয়াছি, এ পুত্রের লালন পালন ॥

দাসী হয়ে পরগৃহে, কত সময় রুগ্নদেহে,
কত যত্নে পরিশ্রমে, বাঁচায়েছি বাঁছাধন।
দীন দয়াময়! রক্ষা কর, দুখিনীর অঞ্চলের ধন॥
এ যে বৃদ্ধকালের দিন; এবে শরীর শক্তি হীন,
এবে, চলিতে চরণ পিছলে, চক্ষুদুটা দৃষ্টিহীন।
এই পুত্রমাত্র সহায় এখন, এ বার্দ্ধক্যের দুরদিন
কে রক্ষা করিবে, যদি অকালে হয় এ কালের অধীন॥
করুণাময় কৃপা কর, হর বাছার দুঃখ হর,
রক্ষাকর বিশ্বেশ্বর, নিঃস্ব দাসীর বুকের ধন,
নাই তোমার মহিমার কিনার, তুমি ঠাকুর নারায়ণ॥
পিতৃমাতৃহীনা এই বালা পুত্র বধূ—
কে রক্ষা করিবে হায়, আসি এ সংসারে,
জানেনা কি পাপ পুণ্য, হে পুণ্য-সহায়,
রক্ষা কর বালিকার জীবন সম্বল॥
কত কান্না কেঁদেছিল, ওহে জনার্দ্দন!
নিরজনে ক্ষুদ্র গৃহে, অনাথা দুজন।
কিন্তু তোমার কি বিচার, বলিহারি করুণার,
নিশান্তে কৃতান্ত আসি, কেড়ে নিল অবলার,
অসময়ের উপায় পুত্র, যোত্র-মিত্র-সার॥
এখন বালিকা বিধবা ভার্য্যা তার,
তোমায় ডেকে নয়ন জলে, ভাসছে অনিবার।
বৃদ্ধা জননী তাহার,
কাঁদিয়ে হয়েছে অন্ধা, দেখ কি একবার?

তাদের রক্ষণাবেক্ষণ.
কে করিবে বল দেখি ওহে জনার্দ্দন ?
তারা ভিক্ষা করি খায়,
কখনো খায়, কখনো বা উপবাসে যায়।
বাহবা তোমার করুণা !
তোমায় ভক্তি না করলে আর, করব কাকে বলনা ?
তুমি যে প্রকার পাষাণ, তোমার পাই যদি সন্ধান,
তবে, মরি বাঁচি ঠাকুর তোমায়, করিতাম এক খান।
লোহার দণ্ড করে ধরি, তোমার মাথা চূর্ণ করি,
পদ্মা মধ্যে দিতাম ফেলে, হইত তোমার অবসান।
তোমার মিছে আরাধনায়, মুক্ত হ'ত জীবের প্রাণ ॥
যদি অদৃষ্টে যা থাকে হবে, তোমায় কেন ডাকব তবে ?
কাজ কি তোমার লীলা খেলায়, হও না তুমি অন্তর্দ্ধান।
পাষানের পূজা করি, ভূতের ব্যাগার খেটে মরি,
মিছে মিছি বলি, হরে কৃষ্ণ হরে, ভগবান।
বরং সে জন করে ভাল, ভাবেনা যে তোমায় ভাল,
আপন মনে হাসে কাঁদে, জীবন করে অবসান।
ডাকেনা সে তোমায়,
তোমার, ডাক্‌লে বাড়ে, অভিমান ॥

পরিচয়।

—:o:—

অর্জ্জুনের ইচ্ছা হ'ল জানতে তোমার পরিচয়।
আর, দেখ্‌তে তোমার, বিরাট মূর্ত্তি, শুন দয়াময়।
তুমি আপ্‌নি যে পরিচয় দিলে,
যেরূপ মূর্ত্তি দেখাইলে,
ভাবিলে তা পাষাণেরও অন্তরে উপজে ভয়!
দেব্‌তা ভাল তুমি জনার্দ্দন, তবে বল্লে কথা বিষম হয়!
বল্লে তুমি, "শুন হে অর্জ্জুন, আমার সত্য পরিচয়।
আমি সাক্ষাৎ মহাকাল, লোকক্ষয় ধর্ম্ম আমার হয়।
যত সৈন্য সেনাপতি, মোর বদনে সবার গতি,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি, কারো মুক্তি প্রাপ্য নয়।
আমি নই সারথি তোমার, নইকো আমি নন্দের কুমার,
কুম্ভকর্ণের স্বভাব আমার, বদনে মহা প্রলয়।
ভক্ত তুমি, সখা তুমি, তাই গোপনে দিলাম পরিচয়॥
অর্জ্জুনের অজ্ঞাত ছিল পরিচয় তোমার,
কৌতুহল নিবারিতে প্রশ্ন ছিল তার।
কিন্তু মোরা ক্ষুদ্র যত, জানি তোমায় আজন্মতঃ,
তোমার বিষয়, বিশেষ কিছু, দেখি না আর, জিজ্ঞাসার।
তোমার ভজন দূরে, নাম যে করে, প্রাণ বাঁচান তাহার ভার॥

তোমায় চিনি জনার্দ্দন !

তোমায় যায় না পাওয়া হাজার ডাকে, ঘাড়ের শণি ঘাড়েই থাকে

ঝড়ে উড়ায় ঘর বাড়ী সব, মড়কে খায় প্রিয়জন।

শত্রু জনে উপহাসে, নিন্দা রটে দেশ বিদেশে,

যে জন থাকে তোমার আশে, এইরূপই ত

তাহার বিড়ম্বন !

পাষাণ চেয়েও পাষাণ তুমি, অতিশয়, নির্ম্মম !

নাই কোনফল, সার আঁখিজল, তোমায় করি আরাধন !!

তোমায় লোকে বলে লক্ষ্মীকান্ত শ্রীঅনন্ত নারায়ণ,

করাল কৃতান্ত করে, তোমায় চিন্তি তরে নরে,

মরণান্তে শান্তি লোকে সুখে করে কাল যাপন,

করুণাময় তুমি, তোমার অপার মহিমা,

বারেক তোমার, নাম করিলে, পাষণ্ডে পায়,

স্বর্গ-সিংহাসন॥

অনেক কথা বলে লোকে, কিন্তু যাহা করি নিরীক্ষণ,

তাহাতে যা হয় ধারণা, বল্লে তাহা ক্রোধ কর'না,

করুণাময় তুমি, কিন্তু তোমায় ডেকে আজীবন,

সে করুণার কণামাত্র, দেখিলামনা নারায়ণ॥

তুমি ত হও লক্ষ্মীপতি, লক্ষ্মী তোমার ভক্ত প্রতি,

নিরবধি বিরূপাক্ষী, সাক্ষী আছে অনেক জন।

লক্ষ্মী ছাড়া হবে যে, সে তোমায় করুক আরাধন॥

যে জন থাকে তোমার আশে, আহাম্মক সে সকল দেশে,

হিংসা দ্বেষে যায়না তবু, তাহার দ্বেষী বহুজন।

তুমি কিনা লক্ষ্মীকান্ত হও,
তাই তোমার ভক্ত যত, লক্ষ্মীছাড়া, দীন দরিদ্র, অভাজন ॥
ব'লিহারি করুণা তোমার !
এমন কৃপার অল্পও ভাল, চাইনে ঠাকুর এ কৃপার,
পাত্র হ'তে তোমার কাছে, গাছতলা করিতে সার।
চাইনে কাঁদতে হরি বলে, ডুবিতে প্রেমসাগর জলে,
যাহার ফলে ক্ষুধার বেলায়, আলোচাল আর কাঁচ কলার,
পিণ্ড একটা পাব খেতে, তাতেই হবে তুষ্ট হতে,
আর বল্‌তে হবে, প্রভো তোমার, মহিমার আর নাই কিনার,
আমি, তোমার কৃপায়, কলা খেয়ে, ধন্য হলেম সারাৎসার ॥
একটা কর্‌লে একাদশী, লোকে হয় বৈকুণ্ঠবাসী
ভক্তে করে একাদশী, তিন মাসে তেষট্টীবার
তাদের বৈকুণ্ঠবাস দূরে থাকুক প্রাণ বাঁচান ভার ॥
নিরাময়ে নির্ভর করি, যে সব বিঘ্নে নিত্য মরি,
যে যন্ত্রনা মর্ম্মে ঢাকা শুনবে কে তার সমাচার !
তুমি যে ভয় বিঘ্ন নাশন, শক্তিদাতা পতিত-পাবন,
রূপের দিব্বি করলে পরেও, শুন জগন্নাথ,
তাহা বিশ্বাস হয় না আর ॥
তোমার নামে আত্মহারা, তোমার ভাবে মাতোয়ারা
ভারতবাসী যেমন ধারা, কোথায় তেমন আছে আর ?
আবার, এরা যত লাঞ্ছনা পায়, তার তুলনা পাওয়া ভার ॥
তুমি রাজার পুত্রে লেংটী পরাও, দিনান্তে চাল কলা খাওয়াও,
পাহাড় ভেঙ্গে জলে মিশাও, কি তোমাকে বল্‌ব আর,

তুমি শিব ভেঙ্গে এক বানর গড়, বোকায় বলে চমৎকার !

রূপ, সনাতন; রঘুনাথ, ভক্ত লোকের অলঙ্কার,
তোমার নামে মত্ত হয়ে ত্যজিলেন সংসার।
ত্যজিলেন অপার ধনের অধিকার ॥
শেষে, লেংঠী পরি দণ্ড ধরি ব্রজবাসীর দ্বারে ঘুরি,
নির্ব্বাহিতে জীবন যাত্রা, মাধুকরি করেন সার।
তোমার ভক্ত হলে পরে, এই রূপই পরিণাম তার !!
সত্য কিনা, স্মরণ করি, দেখিও একবার ॥

তুমি নিতান্ত নিঠুর, শুন জনার্দ্দন ঠাকুর !
নইলে, ভক্তোপরি রূইত বিধান, অন্ততঃ কিছুর।
তোমার ভক্তের যে যন্ত্রনা, জগতে তার নাই তুলনা,
সে যাতনা দেখ্‌লে দয়ায়, নরম হয় অসুর।
তুমি শুধু রও উদাসীন, দুঃখ দেখি সাধুর।
ভক্ত মারি ভক্তবৎসল নামটী তোমার কি মধুর !!

উচ্চারিয়া তব নাম অতি আর্ত্তস্বরে,
প্রেমিক প্রার্থনে প্রিয় পরিজন প্রাণ।
মহাশক্তি মূর্ত্তি তুমি, তুমি ত্রিজগতস্বামী,
নিবারিলে তুমি কাল তস্কর-প্রধান,
পারে কি হরিতে কভু ভক্তজন-প্রাণ ॥

ঘৃণা, লজ্জা, অভিমান, কাম, ক্রোধ, মোহ,
সম্ভোগ-সুখ-বাসনা, নিন্দি অহরহ,
আরাধে যে তব পায়, দিয়া নিত্য সুখ দায়,
কি হেতু বঞ্চনা পুনঃ কর তুমি তায় ?

কোন্ স্বার্থে ভক্ত জনে দহ যন্ত্রনায় ?

কেড়ে লও জননীর ক্রোড়স্থ সন্তান,

বৃদ্ধের যুবক পুত্র, সঙ্গী ধার্ম্মিকের,

ভ্রাতৃস্নেহ ছিন্ন করি রামের লক্ষণ ! !

কাঁদি ভক্ত তব পদে বাঞ্ছা করে যাহা,

নাহি যদি পার দিতে, ভকত-বৎসল

গৌরবের নাম তুমি ধরিবে কেমনে ?

ভক্তকের চূড়ামণি, তুমি চিরকাল ॥

বলিহারি করুণা তোমার !

আর, বলিহারি সেই ভক্তে, যে তোমায়

বলে সারাৎসার!

যেমন, ধনীর খোসামুদে রহে,

কান মলাটী খেয়ে কহে,

বাবুর বড় কোমল হস্ত, কানমলা কি চমৎকার !

তেম্‌নি ভক্ত সে জন তোমার,

যে তোমায় বলে সারাৎসার ॥

কিম্বা, আত্ম সিদ্ধি বোধ না থাকে,

এমন জনকে শিক্ষক রাখে,

বেতের ভয়ে ছাত্রে বলে, পণ্ডিত মশাই,

বেদব্যাসের অবতার,

তেম্‌নি ভক্ত সে জন তোমার,

যে তোমায় বলে সারাৎসার ! !

ঘোষ ঠাকুরের গোপীনাথ।

—:•:—

তোমার নাই ধরম সরম, তুমি নরমের গরম,
আবার, শক্তের কাছে ভক্ত তুমি শান্ত অনুপম।
অনেক আছে নিদর্শন, অনেক জানি জনার্দ্দন,
অনেক কীর্ত্তি করেছ হে বল্‌তে হয় সরম।
তবে, তোমার উচিত ভক্ত হওয়ার, শক্তি নাই আমার,
মানুষ আমি, হইতে নারি, তোমার মত নিরমম!!

মনে কি পড়ে এখন? অগ্রদ্বীপের ঘোষের ভবন,
ঘোষ ঠাকুরের গোপীনাথ হে, কেমন সে ঘোষের নন্দন?
বলিতে হয়, কঠিন করা, হাস্য সম্বরণ!!
নৈবেদ্য নিবেদিতে বসে ভদ্র লাঠি হাতে,
নাই আহ্বান, নাই আচমন, নাই কোন করণ কারণ,
বলে, "ঠাকুর"! খেতে হয়ত খাও
আমি অনেক কষ্টে করিয়াছি, এ নৈবেদ্যের আয়োজন॥

আমি তন্ত্র মন্ত্রের ধার ধারিনা, ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয় করিনা,
বুঝি একটা মোটা কথা, ভোজন আর শয়ন,
আমি, খাওয়ার জন্য সাধাসাধির, প্রতিবাদী অনুক্ষণ।
খেতে হয়ত খাও গোপীনাথ, রাত ক'রনা অকারণ,
মিছে মন্ত্র নাই জানা মোর, সোজাসুজি নিবেদন।

খেয়ে থাক বাবার হাতে, বাবা আজি নাই বাড়ীতে,
আমার হাতেই কর্‌তে হবে আজিকার ভোজন।
মিছে কেন মান কর আর, শুন ঠাকুর নারায়ণ॥
এখন, যা হয় দুটো দেওগো মুখে, ঘুম পেতেছে আমার চোখে,
ঘুম এলে কি লাগে ভাল, নিবেদন আর আরাধন?
নিদ্রা জীবের শান্তিদায়িনী,
এখন, শান্তি ছেড়ে তোমায় সাধি, আমার ভক্তি নাই তেমন॥
দুধ চিনি আর তরমুজ বাঙ্গী, কাঁঠালটাও এনেছি ভাঙ্গি,
আম গুলো সব টকো হলেও, খেতে হবে নারায়ণ,
নইলে বাবা, বাড়ী এসে, বক্‌বে আমায় অকারণ॥
খাও গোপীনাথ, কেন দেরী কর এতক্ষণ?
সাধাসাধি বাবা জানে, পারিও এসব তাহার সনে,
ঘুম পেতেছে দেখ গোপীনাথ!
এখন, কি আর, যায়গো পারা, বসে থাক্‌তে এতক্ষণ?
বালকের স্বভাব সুলভ, সরলতাময়,
প্রাণের ডাকে পাষাণ তুমি, না হলে সদয়।
সে তোমায় ডাকে যত, তুমি ততই সংজ্ঞা-হত,
হাজার হলেও স্বভাবের দোষ, সহজে কি হয়গো লয়?
আবার, যেমন তুমি সেও তেমন একজন,
তার কথা কি মনে আছে পাষাণ মূর্ত্তি দয়াময়?
তখন দণ্ড উর্দ্ধে ধরি, বলে বালক শুন হরি,
এখন, যাহায় একটা কর ত্বরায়,
আমি পারিনা আর করতে দেরী।

আমার, পূজা অর্চ্চা, এই পর্য্যন্ত ;

এখন, তুমি মর, কি আমি মরি ॥

মাথায় তুলে মারব বাড়ী, পাঠাব তোমায় যমের বাড়ী ॥

অন্নের মত সাধাধাধি, ক্ষান্ত হবে বলি তোমায়,

আমি বুঝিলাম সব এতক্ষণে, নিত্য তুমি বাবার সনে,

এরূপ নিঠুর ব্যাবহার কর,

তুমি ভণ্ড ঠাকুর, নাই কোন পাপ,

তোমার ঘাড়ে, দণ্ড হাঁকায় ॥

মারিলাম মারিলাম বলে, যেমন লাঠি উঠায় ঠেলে,

অর্পন তুমি নেমে ভুমে, বল্লে ক্ষান্ত হও সুজন।

মেরনা মেরনা বাড়ী, পাঠিওনা যমের বাড়ী

এখনি কর্‌ব আমি, তোমার ঐ সকল ভোজন।

আমি তোমার বাবার নিকটে,

কোনও দিন করি নাই ভাই, কোনও কঠিন আচরণ ॥

সত্য মিথ্যা ঘরে এলে, সুধাও সব বিবরণ ॥

গরাসে গরাসে হরি একেবারে পাত্র ধরি,

ভয়ে ভয়ে গিল্লে সকল, নাই দশনের পরশন।

তুমি যেমন দেবতা, তেমন উচিত ভক্ত সেই একজন ॥

ভোজনান্তে করে ধরি, বলেছিলে স্তুতি করি,

প্রকাশ যেন হয় না কিছু, অঘটনের এই ঘটন,।

বালককে কর্‌লে স্তুতি, জগতের স্তুতির পাত্র নারায়ণ ॥

কিন্তু বালক স্বভাব সুলভ সরলতায় হায়,

জিজ্ঞাসিলে জনক তার বল্লে সকল সমাচার,

তোমার হল মানের খর্ব্ব, সর্ব্বনাশক তাই তাহায়,
গোপনে হিংসিলে তুমি, ধিক তোমার সে হীনতায় ॥
বুঝতেম কেমন শক্তি তোমার, রেখে লগুড় হস্তে তাহার,
পারতে যদি তুমি তাকে, করিতে সংহার।
তুমি, চুরি করি হিংসা কর, নারীর স্বভাব এ প্রকার ॥
ত্রেতাযুগে ছিল বালী, ছি ছি তোমায় আর কি বলি,
চোরাবাণে করলে বিনাশ, এ কলঙ্ক রাম তোমার,
যাবেনা অনন্ত কালে, বীর জগতে বলি সার।
শুনি তুমি জগৎস্বামী, সর্ব্বশক্তি-স্বরূপ তুমি
সে সব শক্তির পরিচয়, সমস্তই কি এই প্রকার ?
ধরল যখন হাতে লাঠী, তখন তুমি হলে খাঁটি,
মিনতি কর্‌লে কত, নাই তাহার কিনার।
খোসাশুদ্ধ ছোলা খেলে, ট'কো আম উঠালে ঠেলে,
ভোঁতাশুদ্ধ কাঁঠাল খেয়ে, বল ভক্তি খুব তোমার,
এমন পূজা ত্রিভুবনে, কেহও করে নাইগো আর,
সাক্ষাতে করিয়ে স্তুতি, গোপনে করে সংহার,
বিরাট পুরুষ তুমি কিনা, এই সকল পরিচয় তার !!
কিন্তু তাইতে কি নিস্তার ?
ঘোষের গোষ্ঠী চিরকালই সুশাসক তোমার!
বৃন্দাবনে ঘোষের ঘরে, নিত্য তোমায় বাঁধ্‌ত করে,
ঘোষের বাধা রইতে তুমি, বাবা বলতে অনিবার,
রাখতে গরু মাঠে যেয়ে, খেতে মাখন কেঁদে চেয়ে,
আবার, চুরি করলে ঘোষের গিন্নী, হাত বাঁধিয়ে দিত মার।

পলাইয়ে ফিরতে তুমি, জানি সকল সমাচার ॥

অগ্রদ্বীপেও মুক্তি নাই তোমার,

পুত্র যখন মরল তার, তুমি নিলে পুত্রের ভার,

করলে শপথ, যুগযুগান্ত, করবে তুমি শ্রাদ্ধ তার,

বলতে গেলেও হাসি আসে,

বুদ্ধির দোষে ঘোষের পিণ্ডি, মাখ তুমি সারাৎসার ॥

খাল কাটিয়ে, কুমির এনে, ঘটাও মৃত্যু আপনার ॥

বেশ হয়েছে, হে গোপীনাথ, শ্রাদ্ধ কর চিরকাল,

দেখুক লোকে, পিণ্ড মেখে, হও তুমি নাকাল।

যে জন যোগ্য যেমন কাজে, সেই কাজই ত তাহার সাজে,

সুখ দুখ সে তেমন ভোগে, যার যেমন কপাল।

আবার, যেমন কর্ম্ম, তেমন কপাল, নয় কি নন্দলাল ?

এক ঘোষের রেখেছ গরু, বছর বার চৌদ্দ প্রায়।

একটু ওজর করলে তোমায়, বেঁধে রাখতো গাছতলায়।

আর এক ঘোষের পিণ্ড মেখে, গেলে চাকরি বজায় রেখে,

যে যা বলুক তোমার কর্ম্ম, আগা গোড়াই প্রসংশার।

সাঠি হাতে নৈবেদ্য যে তোমার তৃপ্তিকর,

তুমি তা জানাচ্ছ লোকে, না বুঝিলে দোষ কাহার।

এইরূপে যে ভক্তি করে, সেই কেবলি এ ভূপরে,

তোমার দয়া পেয়ে থাকে, নইলে যত আর,

কেবল পাষাণে জল ঢেলে মরে, বুঝেছি এই সার ॥

তাইতে তোমার চরণ ধরি, চিরকাল মিনতি করি,

ভুলুয়ার দুর্ভাগ্যের অন্ত হলনা এবার,

হলনা অন্ত যন্ত্রনার।
লাঠি হাতে ভক্তি-বাধ্য, দেবতা কি হয় সাধনসাধ্য,
তার, চরণ পূজায়, মরণ ঘটায়, সার হয় সুধু হাহাকার।
তোমার সাধা? সাধ্‌লে তোমায়, বাড়ে কেবল অহঙ্কার।

সনাতনের মদন মোহন।

—:০:—

আর এক ভক্ত বৃন্দাবনের ঠাকুর সনাতন!
তুমি যেমন, তেমন উচিত, ভক্ত সেই একজন!
সনাতনের সঙ্গে হল, রুটী খাওয়ার সাধ তোমার।
তোমার জিহ্বার জলে, জোয়ার উঠে, বুক ভাসাত অনিবার।
তোমার সয় না দেরী, বল্লে হরি, পূজারিজীর ঠাঁই,
"আমার, ইচ্ছা মনে, সনাতনের, সঙ্গে এখন যাই।
আমি তাহার সঙ্গে রব, ক্ষুধায় তাহার সঙ্গে খাব,
শুনব তাহার সুধামাখা কথা, যার তুলনা নাই।
তুমি সনাতনকে ডেকে বল, তাহার সঙ্গে যেতে চাই॥"
পূজক শুনে, ক্রোধের সনে, উঠে বলে, "তাই,
তুমি, সনাতনের সঙ্গে গেলে, মোরাও রক্ষে পাই।
আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়ে, সমানে শীত গ্রীষ্ম স'য়ে,
বাঁয়ান্ন ভোগ সমর্পিয়েও, তোমার যখন মন না পাই,
তোমার, যথা ইচ্ছা, গমন কর, আমরাও তাই চাই॥
তুমি সনাতনের সঙ্গে খাবে? ভাল কথা,
ইহার উপর কথাই নাই।
সনাতনের পোড়া রুটী, এক রতি আর জল এক ঘটী,
মুখ শুদ্ধী হত্তকীর আঁঠী, এই সকল এখানে নাই,

এ নৈবেদ্যে থাকবে সুখে তুমি নন্দলাল,
দেবতা যেমন, নিবেদনের, নৈবেদ্যও ত, তেমন থাকা চাই ॥
দধি দুগ্ধ মাখন ছানা, মিঠাই মণ্ডা ষোল আনা,
মকমলে জরীর বিছানা, এখানে এই সব কানাই,
তোমার পাষাণ মূর্ত্তির কমলত্বে বিসদৃশ সর্ব্বদাই।
সনাতনের সঙ্গ নিলে, যোগ্যে যোগ্য যাবে মিলে,
আনন্দে দিন যাবে চলে, হইও দোহে ধর্ম্মভাই।
যোগ্যে যোগ্য মিলন ঘটুক আমরাও তাই চাই" ॥
তুমি বল্লে ধীরে, "শুন ভদ্র, তুমিও ভক্ত মোর,
আমি ভক্তের দুঃখে, চতুর্দ্দিকে, না দেখি দুখ ভাবনার ওর ॥
সনাতন খায়না আমার বাঁয়ান্ন ভোগ নিত্য আমার।
ঐ ভোগে কি তৃপ্তি ঘটে? আমি মর্ম্ম ব্যথায় রই বিভোর।
আমার পীযুষ লাগে বিষের মত,
অবিরাম, অন্তর জ্বলে মোর ॥
শুন বলি তোমায় সার,
সারাৎসার আমি হলেও, ভক্ত হয় আমার প্রাণের সার।
আমার, ভক্ত খেলে আমি খাই ভক্তে পেলে আমি পাই,
ভক্ত শুলেই আমার শয়ন, ভক্তবৎসল তাইতে নাম আমার।
আমি, স্বরাট পুরুষ হলেও ভক্তের, বোঝা বহি অনিবার ॥
আমি ভক্তের নিকট ছাড়া হয়ে রইতে নারি কোথাও যেয়ে,
তিলেক ভক্ত ছাড়া হলে, কি তোমাকে বল্‌ব আর?
পুত্র শোকা মায়ের মত, প্রাণ কাঁদে আমার ॥
যখন ভক্ত ছাড়া হই, তখন, আমাতে আর আমি নই,

আমার, গোলকে হয় নরক জ্বালা, দুনয়নে ধারা বই।
তরঙ্গের তরণীর মত, সুচঞ্চল আমি তখন হই!
কিম্বা পতি হারা হলে, সতী যেমন নয়ন জলে,
উন্মাদিনী হন তেমতি, আমিও উন্মত্ত হই।
তখন, লক্ষ্মী করলে চরণ সেবা, মরণ জ্বালার, মত মর্ম্মে সই॥
যদি ভক্তের দুঃখ হয়, চক্ষে বিন্দু জল বেরয়,
তোমায় বলিব কি? দুখের সিন্ধু, অন্তরে মোর উথলয়।
আমি ভবের বোঝা বইতে পারি, অসুরাস্ত্র সইতে পারি,
রইতে পারি গরল পানে, এসব আমার কিছুই নয়।
কেবল, ভক্তের বদন ভার দেখিলে, অন্তর অবসন্ন হয়॥
শুন বলি তোমায় সার,
আমার ইচ্ছায় জগৎ চলে, ভক্তের ইচ্ছা,
সঞ্চালক শক্তি হয়
সনাতন খায়না আমার, আমার ভোগ হয় বাঁয়ান্ন বার,
আমার, ঐ ভোগে কি তৃপ্তি ঘটে,
পীযূষ লাগে বিষের মত, যন্ত্রনা পাই অনিবার।
আমি, সনাতনের সঙ্গে যাব, না রব এই ভবনে আর॥
আমি তাহার সঙ্গে র'লে, তার ভাবনা হবে আমার বলে,
আমার সেবার জন্য হবে, অবশ্য উদ্যোগ তাহার।
পোড়ারুটী করবে না সে, উপবাসে,
রইবেনা সে আর॥
আমার জন্য জোগাড় হলে, পাইবে তা সে প্রসাদ বলে,
ভক্তের ভোজন হলে হবে, অবসান এ যন্ত্রনার,

আমি তাহার সঙ্গে রব, জানাও তাকে সমাচার ॥"

পূজক হেসে বলে, "বটে, দয়া ও দেখি আছে ঘটে,
ভক্ত বলেও দুঃখ ওঠে, কেবল সঙ্কটেই সে পাওয়া ভার!
পাষাণ পেটে দয়ার ঘটা, দেখ্‌তে মজা চমৎকার!!
আবার ভক্তবৎসল তুমি বটে, খেতাবের ত খুব বাহার!
কার কাছে এ খেতাব পেলে, সংহারকের অবতার?
তা তোমার সৃষ্টি মধ্যে, থাক্‌ বা না থাক বুদ্ধি বিদ্যে,
খেতাবের খুব প্রতিপত্তি, বিশেষ মানুষ এখন কার,
জীবন পণে খেতাব কেনে, বেচি গিন্নীর অলঙ্কার!!

সেই রকমের খেতাপ নিয়ে ভক্ত বৎসল হয়েছ কি?
যত প্রবীণ পুরুষ ভাসিয়ে দিয়ে,
শেষে, রায় বাহাদুর হলেন ঢেঁকী ॥
যাহোক, হয়েছ যখন ভক্তবৎসল, ভক্ত তোমার প্রাণের সার,
তখন, সনাতনকে ডেকে আমি, এখনি দিচ্ছি সমাচার" ॥

এদিকে সনাতন শুনিয়ে রোষে, বলে "আ মর সর্ব্বনেশে,
এই বাসনা সর্ব্বশেষে সঙ্গে যাবি বৈরাগীর?
তোকে, কে যোগাবে, নিত্য মাখন, মণ্ডা মিঠাই, ছানা ক্ষীর?
তোর সুখ হলনা সোনার ঘরে, গাছ তলায় কে রাখ্‌বে তোরে
খাট্‌বে কে তোর ভূতের ব্যাগার, তাহে তোর যে চরিত্তির
তোর নবাবী চাল ষোল আনা, ক্ষমতা নাই এক রতির ॥

বৈরাগী মোর ভিক্ষা বৃত্তি, ভোজনে তোর নাই নিবৃত্তি,
বাঁয়ান্ন বার নিত্য নিত্য কে দিবে তোর মাখন ক্ষীর?
তুই উপবাসে, মরবি শেষে,

যদি আসিস সঙ্গে বৈরাগীর ॥
আমি, আপ্‌নার আপ্‌নি ডোর আর ক'প্‌নি
আমার কেন এ যন্ত্রনা ?
তুই, আমার সঙ্গে এলে কি হয়,
আমি তোকে সঙ্গে নিতে পারব না,
বল্‌তে বল্‌তে যায় সনাতন তুমি আত্মহারা হও,
তুমি মানামান ভাসিয়ে দিয়ে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়ে,
সনাতনের সঙ্গে যেতে ধন্না দিয়ে পড়ে রও।
প্রভু কেঁদে বল পূজারিজীর ঠাঁই
তুমি সনাতনকে ডেকে বল, সে বিনে মোর কেহ নাই।
আমি, বাঁয়ান্ন বার চাইনা খেতে, একবারই এক দিনে রেতে,
তাও খাব তার পোড়া রুটী, মাখন ছানা ক্ষীর না চাই।
বল তাকে যা যখন সে দিবে আমি লব তাই" ॥
পূজক বলে, "কি যন্ত্রনা ঠাকুর তোমার ব্যবহার !
দেখে শুনে হচ্ছি অবাক রাখ্‌লে কীর্ত্তি চমৎকার।
সে তোমাকে চায়না নিতে, তবু তুমি নাছোড় যেতে
তোমার পিত্তির নাড়ী আছে কি না সন্দেহ হয় তায় আমার,
তুমি, ভিক্ষুকের ঘাড় যেতে বস, এর চেয়ে নাই অত্যাচার ॥
সে বসন বিনে লেংঠী পরে, মাটীর শয্যায় শয়ন করে,
প্রায়ই যায় তার অনাহারে নাই কেহ, আর বেচারীর।
তুমি পড়তে চাও তার ঘাড়ে গিয়ে,
আশ্চর্য্য তোমার চরিত্তির ॥
বেশত আছ খাচ্ছ পর্‌ছ, বাঁয়ান্ন বার সেবা পাচ্ছ,

শুচ্ছ সোনার অট্টালিকায়, নিচ্ছ বলি পরবির,
তবু হচ্ছ কিসের জন্য এত দূর অস্থির?
তোমার, নাকে কান্নার সাথী হ'তে আমাদিগের শক্তি নাই।
ইচ্ছা হয়ত আপ্‌নি যেয়ে বস্‌তে পার তাঁহার ঠাঁই"॥
এমন মধুর সম্ভাষণে, জ্ঞান হলনা তোমার মনে,
তুমি আপ্‌নি ডেকে সনাতনকে বল্লে মনের আশ,
সে বলে, "বেটার কাণ্ড দেখ, করবে আমার সর্ব্বনাশ॥
আমার সঙ্গে যদি যাবি, আপ্‌নার মত আপনি রবি
আমি পারব না যোগাতে কভু, তোর আহার বিহার,
মর্‌লে পরে অপমৃত্যু কেউ হবে না দায়ী তার।
কোথায় হেন অনাচার পাচ্ছে খাওয়ার সারের সার,
রচ্ছে সোনার অট্টালিকায় তবু ও তৃপ্তি হয় না।
ভিক্ষুক আমার সঙ্গে যেতে, ব্যাগ ধরেছে দিনে রেতে,
ভাল কথা বল্লে পরে ষাঁড় পেতে তা লয় না।
তুই আমার সঙ্গে এলে যমুনায় তোয় দিব ফেলে,
যাবি জন্মের মত রসাতলে, জান্‌তে কেহ পার্‌বেনা।
তুই আমার সঙ্গে এলে কি হয়?
আমি তোকে, সঙ্গে নিতে পার্‌বনা॥"
সনাতন বাইরে থাকে তুমি মন্দির মধ্যে থেকে,
ডেকে বল লও আমাকে তোমার সঙ্গে সনাতন,
পুতুল হয়ে কথা বলে অবাক শুনে সর্ব্বজন॥
যায় সনাতন আপন মনে, চায়না ফিরে তোমার পানে,
উপবাস হয় নিত্য তোমার চীৎকারে গগন ফাটে।

তোমার কথা লয়ে কথা হয় ঘাটে মাঠে।

স্ত্রীলোক সকল ঘাটে গিয়ে বালির বেলায় কলস থুয়ে
মুখ ঘুরিয়ে বল্‌ত কথা উপহাসি কুটপাটে।
"চোবেদের মদন মহন বংশীবদন ঠাকুরটো কি, বিদঘুটে।
মানুষের ও লজ্জা আছে, সে দেব্‌তার কুলের জাত্‌মেরেছে
সনাতনের দেখা পেলেই যেতে চায় তার পাছ ছুটে;
সনাতন দিনান্তে খায়, পোড়া রুটি,
ঠাকুরটী সাধ, তারই একটু, দেন পেটে॥
পোড়া কপাল আমি হ'লে, প্রাণ দিতাম যমুনার জলে,
জিহ্বায় দিতাম আগুণ জেলে, খত কাটিতাম নাক কেটে।
তবু পেটের দায়ে এই কলঙ্ক পরিতাম না ললাটে।
অন্যা নারী বলে সত্যি ঠাকুরটোর নাই ঘেন্না পিত্তি।
ঠিক মানুষের মত কথা বলে যেতে চায় তার পাছ ছুটে,
সনাতন ও তেমনি গোঁয়ার ছুট বেছুট বকে।
সেও লবে না, ও ছাড়বেনা, দেবতার এমন বেলাজপানা,
কারখানা কি মানায় ভাল, জাত গেল সব দেবতার।
মাখন ছানা এত খেলেও, পোড়া রুটী খাওয়ার
সাধ মেটে না তার?
অন্যে বলে কস্‌ কি কথা, ওটা আবার দেব্‌তা কোথা?
ওত চোরের হদ্দ আজন্ম কাল, ভুলেছিস কি সমাচার॥
রইত নন্দ ঘোষের ঘরে, ফিরত কেবল ঘরে ঘরে,
পাড়ার উপর উহার জ্বালায় মাখন তোলা হত ভার।
জানত ওটা যাদু বিদ্যে লুকিয়ে আস্‌ত ঘরের মধ্যে,

কোন্ সন্ধানে কর্‌ত চুরি অজ্ঞাত তা বিধাতার।
উহার জ্বালায়, খাওয়ার জিনিষ রাখ্‌তে ছিল সাধ্য কার ?
কর্‌ত যত অনাসৃষ্টি নন্দরাণী বেন্ধে যষ্টি,
প্রহার কর্‌ত শনির দৃষ্টি, তবুও না যায় উহার।
ওটা আবার দেবতা কোথা ?
পোড়া কপাল অমন দেবতার" ॥
অন্যে বলে "সত্যি কথা, ওটা আবার দেবতা কোথা,
ওর পেটে যে কত ধরে, না পাই তাহার কূল কিনার।
মহাসাগর গণ্ডাদশেক পেটের মধ্যে রয় উহার ॥
সে দিন রণে কুরুক্ষেত্রে, অর্জ্জুন দেখেছিল্ নেত্রে,
গাত্রে উহার কোটী বিশ্ব নেত্রে চন্দ্র সূর্য্য রয়।
উহার গালের মধ্যে হাতী, ঘোড়া, রথ, রথী সব চূর্ণ হয়।
দেবতা ওটা নিরামিশে, দোষ যত পাঁঠার ভাগে।
নইলে, হাতী, ঘোড়া, মানুষ, মহিষ, বাছার আমার সব লাগে ॥
হবিষ্যান্ন কর্‌তে কর্‌তে, বৈরাগী সব অস্থিসার
তাদের, দেবতা ওটী পূর্ণ গজের কুম্ভকর্ণের অবতার ॥
চির কুমার ব্রহ্মচারী, ভীষ্মদেব এক মহাশয়,
ব্রাহ্মণেরই সন্তান দ্রোণ কর্ণ ত কুটুম্ব হয়।
অন্যান্য যত ছিল, একটী প্রাণ ও বাদ না প'ল
বাছার চন্দ্র মুখের মধ্যে সকল শুদ্ধ হয় বিলয়।
আর কিছুই নয় তাহাই ভাবি
ব্রাহ্মণ হতে ও হয় না ভয় ॥
জানি আমি ওর পেটের খবর, ঐ পেটে রয় সাগর গহ্বর,

পাহাড় পর্ব্বত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহাদিকে সাথ করি,
ঐ পেটের কি আহার জোঠে আর,
উঁহার খাই খাই রব এমনি রবে খাওয়ান যদি শঙ্করী।
কত জনে কত স্থানে বল্‌ত কত তোমার নামে,
সকল কথা বল্‌তে গেলে কলম ভাঙ্গে ভুলুয়ার।
দেব্‌তা ভাল তুমি জগন্নাথ, নাই তোমার, মহিমার কিনার।
অবশেষে চল্লে হেটে সনাতন যেখানে রয়,
ভক্ত বৎসল তুমি বটে; তবে, লোকে একটু বেলাজ কয়।
সনাতনই ভক্ত বটে তার মুখে যে মন্ত্র ওঠে,
মোদের ঘটে তাহার একটা ঘটে ওঠা বিষম ভার।
সে যে কুম্ভকর্ণী সংস্কৃত, এখন, প্রচলন নাই তার॥
তবে আমার ও এখন এই সংকল্প,
কাট্‌ব আস্ত বাঁশের লাঠী।
চাই, তুমি মর কি আমি মরি, সাধন কর্‌ব পরিপাটী।
দেখেছি অনেক কান্না কেঁদে, হলনা তাহে কোন ফল।
আমি, চোরকে কর্‌ম্নি সাধুর পূজা, ছাইতে কেবল ঢালি জল।
যেমন লোক বিশেষকে মার্‌লে ধর্‌লে,
হয় সুসভ্য বীর পুরুষ।
সাক্ষি জাপান মহাসভ্য, মারি চারি পাঁচ লক্ষ রুষ।
তেম্নি তুমি লাঠীর ঠাকুর, যার লাঠী তার স্বর্গে বাস।
কান্না কাটি যে করে তার ভাগ্যে ঘটাও সর্ব্বনাশ॥

উপসংহার।

প্রান মোর প্রেমাবতার চৈতন্য নিতাই,
তাঁহাদের পদ স্মরি, আহ্লাদিনী ধ্যান করি,
অন্তরে যে ধ্বনি ফোটে লিখি আমি তাই।
ইহার যা যশাযশ আমি তাহে নাই।
শ্রীচৈতন্য অনুরক্ত সুনির্গুণ যোগভক্ত
না হইলে এ উচ্ছ্বাস তত্ত্ব নাহি পাই।
যে পায় ভুলুয়া তাকে বলিহারি যাই॥

শ্রীশ্রী হর গৌরী সংবাদ।

—::—

টোরী—একতালা।

যাও গিরিরাজ, কেন কর ব্যাজ,
উমা আনার সময় এসেছে।
বছরে একবার আসে উমা আমার,
এবার তাহাও কি ভুল হয়েছে॥
এমন কপাল করে এবার এসেছিল,
দুখে দুখে আমার বাছার জীবন গেল
অভাগিনীর দুখে কেউ না দুখী হল,
কে জানে আরো কি কপালে তার আছে॥
এমন অনাসৃষ্টি কোথাও দেখি নাই,
দেখে শুনে আন্‌লে উলঙ্গ জামাই,
অকর্ম্মা নির্গুণ, কপালে আগুণ,
ঘুমাবে যে এমন ঘর টুক না আছে॥
নির্ম্মম ত্রিশূলীর নাহি কাণ্ড জ্ঞান,
সৃষ্টিস্থিতি নাশে নিত্য সে প্রধান,
এমন মহাকালে কন্যাসম্প্রদান
বল এ ব্রহ্মাণ্ডে কবে কে করেছে॥

স্বর্গ ছাড়ি শ্মশান ক্ষেত্রে যাহার বাসা,
সকল ছাড়ি ভূতের সঙ্গে ভালবাসা।
মাথায় সাপের বাসা, অষ্ট প্রহর নেশা,
এমন বরে আমার প্রাণ উমা পড়েছে॥
বহু জন্মের বৈরী ছিল সে নারদ,
তারই কথায় আমার সম্পদে বিপদ,
সোনার মূর্ত্তি ধরে, দিলাম ভূতের ঘরে,
না জানি প্রাণ উমা আছে কি মরেছে॥
দেবতার কুচক্রে তুমি ত পাষাণ,
তাই উমার কপালে এ সকল বিধান।
আমার উমার দুখেদুখী, হয় এমন না দেখি,
কেবল এক ভুলুয়া পাকিছু হয়েছে॥

পাঁচালী।

শুনি গিরি রাণীর রোদন, গিরিরাজের সজল নয়ন,
কৈলাসে করিলেন গমন, আনিতে প্রাণ উমা।
সদা শিবের ভবনে আসি, আবেগে দিল ধৈর্য্য নাশি,
স্তুতি মিনতি করলেন কত, নাহি তাহার সীমা॥
রজত গিরি উরসে যদি, বহয়ে নীল কালিন্দী নদী,
সেই নদীতে ফোটে যদি স্বর্ণ কমলিনী।
তাহাতে যে সুদৃশ্য হয়, তাহাও তুলনার যোগ্য নয়,
হরের কোলে গৌরী শোভা দেখিলেন এমনি॥
আশুতোষের আদেশ নিয়ে, আশুযাত্রা বিরচিয়ে,

আশু বরদায় সঙ্গে করি, আসিলেন হিমালয়।
জগজ্জননীর যাত্রা সঙ্গে, ত্রিজগৎ সাজিল রঙ্গে,
সুরাসুর কিন্নর নর কেহ না বাকী রয়॥

বিভাস—পোস্তা।

চলিলেন মা হেম বরণা হিমাচল নাথ ভবনে।
গজাননে লয়ে কোলে গজপতিবৈরী বাহনে॥
ব্রহ্মাদি বালক যারা, মায়ের সঙ্গে চলে তারা,
চলে সুর, অসুর, নর, কিন্নর গণে—
রবি শশী গ্রহ তারা তারাও মায়ের সঙ্গে চলে,
আর, নীরব নিঃস্বনে সবে মা মা বলে প্রণব ছলে,
চলে আকাশ, চলে বাতাস, হিমালয়ে আজ মহাপ্রকাশ,
দুর্ভাগা ভুলুয়া একা দূরে রহে দুর্ম্মতি সনে॥

সেহানা।

হরমন মোহিনী উমা ভবনে আনি গিরিরাজ,
কলেবর সুবিপুল পুলকে গর গর আজ।
নয়নে বহে পুলক ধারা যিনি ভাদর বারি ধার।
আনন্দে আপন হারা রাণীকে ডাকে বার বার॥

বিভাস—একতালা।

গাত্তোল রাণী পূর্ণ চন্দ্রাননী
উমা আমার ঐ এসেছে।
ওসে, তোমা না দেখিয়ে দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
মা, মা, বলি ডাকিছে॥

উঠ গাত্তোল নিরখ উমারে,
কোলে কর আমার প্রাণ উমার কুমারে,
যাহা থাকে ঘরে খেতে দেও বাঁছারে,
বাঁছার আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে ॥
নিকটে নয় বহু দূরের পথ কৈলাস,
পথশ্রমে আমার উমার নাই অভ্যাস,
তাহে মৃগেন্দ্র বাহন কত গিরি বন,
যেন অতিক্রম করে ওই এসেছে ॥
তুমিত বলিতে উমার কিছু নাই,
ভিকারিণী উমা পাগল জামাই;
প্রাণের উমা দুখে রয়েছে;—
উঠ গাত্তোল নিরখ আসিয়ে,
লক্ষ্মী নারায়ণ উমার জামাই মেয়ে,
রাজরাজেশ্বরী, মোর উমা সুন্দরী,
এমন মেয়ে ভবে আর কার আছে ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণু ইন্দ্র বায়ু বরুণ যত,
আমার উমার সঙ্গে সবাই সমাগত,
শিবের দল বল, এসেছে সকল
ভুলুয়াও সঙ্গে এসেছে ॥

* *

শুনিয়া রাণী নয়নধারা অঞ্চলে মুছিয়া রে।
ভুতলাসন ছাড়িয়া ধায় উন্মাদিনী হইয়া রে॥
চেতনাহীন মানব যেন নবজীবন পাইয়া রে।
আজ, পবনভরে উধাও হল উমাউমা বলিয়ারে ॥

আলেয়া—একতালা।

কৈ কৈ প্রাণ উমা, প্রাণের প্রিয়তমা,
অনুপমা আমার হরমনরমা ॥
আয় কোলে মা বলে, আয় মা করি কোলে,
জুড়াই মা তাপিত মন বেদনা ॥
দুচার দিন নয় বাছা একটী বৎসর,
তোমার অদর্শনে হতেছি জর্জ্জর,
তোমায়, দিয়ে হরের ঘরে, যে দুঃখে কাল হরে,
বিধি বিষ্ণু তাহার নাহি জানে সীমা ॥
জন্মেছিলে বাছা হয়ে রাজনন্দিনী,
বিধির চক্রে হলে ভিকারি-গৃহিনী,
ছিল অট্টালিকায় স্থান এখনে শ্মশান,
মায়ের প্রাণে এত কভু কি সহে মা ॥
উমা উমা বলে কাঁদি মা যখন,
পাষাণ বলে কেবল ঘটেনা মরণ,
ঘটে, মরণের অধিক যাতনা।—
রোধ করি দৃষ্টি বহে অশ্রুধার,
দশদিকে কেবল দেখি অন্ধকার,
আমার, অসময়ের বন্ধু ভুলুয়া তোমার,
আসিয়ে কেবল করে মা সান্ত্বনা ॥

বিভাস—ঝাঁপতাল।

কেমন করি এমন ভাবে এতদিন মা ছিলে ভুলে।
আমি দিবানিশি কেঁদে ফিরি কৈ উমা কৈ উমা বলে॥
মায়ের প্রাণ সন্তানের তরে, দিবানিশি যেমন করে,
সন্তানের মা হয়েছ ত তবু ও কি না বুঝিলে॥
হেরিতে তোমার ও চাঁদ বদন, কত গগণ চাঁদ করি দরশন,
দেখার সাধ কি তায় মেটে মা দুধের তৃষ্ণা যায় কি ঘোলে॥
নিশিতে ঘুমায়ে থাকি, স্বপ্নে যেন তোমায় দেখি,
আয় উমা আয় বলে ডাকি ধরিতে যাই বাহু তুলে॥
ধরিতে যাই পাইনা তোমা, ঘুম ভেঙ্গে যায় শুন মা উমা,
শেষে হা উমা তুই কোথায় আমার বলে ভাসি নয়ন জলে
গিরিরাজ শুনিয়ে রোদন ঘর ছেড়ে মা করেন গমন
কেবল তোর ভুলুয়া আসি বুঝায় মোরে মধুর বোলে॥

ঐ সুর।

ভুলি নাই মা, কাঁদিস্ না মা, আমার মনে থাকে সকল।
তবে, কেমন করে এমন ভাবে নিতি নিতি যাই আসি বল॥
তুই কাঁদিস্ এক উমা বলে, তোর উমা কাঁদে ব্রহ্মাণ্ড বলে,
এক নিমিষও থামেনা মা তোর উমার দুই নয়নের জল॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধে এবার, চরাচর তোর উমার কুমার,
কে কোথায় কি ভাবে থাকে ঐ ভাবনা ভাবি কেবল॥
মায়ের প্রাণ সন্তানের তরে, যা করে তা কেউনা ধরে,

আবার, আমার মা আমার মা বলে দেবাসুরে বাঁধায় কোঁদল ॥
(দেবে বলে আমার মা, দানবে বলে আমার মা) ॥
সে দেশে নাই বিদ্যে পড়া, ছেলে গুলো প্রায় বেয়াড়া,
পালনে মোর প্রানান্ত হয়, তারপরে তোর জামাই পাগল ॥
আমি, একপল চোখের আড়াল হলে, পাগল ভাসে নয়ন জলে
শিব হয়ে শব হ'তে চলে, পান করিয়ে হলাহল ॥
তুই বলিস্ ভুলুয়া ভাল, সে আমার আর এক জঞ্জাল,
সে, দিবানিশি থাকবে কোলে, আর বসে মা কাঁদ্‌বে কেবল ॥

বিভাস—একতালা।

উমায় করি কোলে, ভাসি নয়ন জলে,
সুধাইল গিরিরাজ-গৃহিনী।
বল মা আমারে, পাগল হরের ঘরে,
কেমন ছিলে ত্রিলোক-মন-মোহিনী ॥
সান্ত্বনা না মানে জননীর অন্তর,
যাকে পাই তাই সুধাই নিরন্তর,
কেমন আছে আমার ভবানী—
সবাই বলে ভাল কেউ না বলে মন্দ,
অন্তরে আমার বাড়ায় কেবল সন্দ,
কারণ, আমি ত সব জানি, কেমন ত্রিশূল-পাণি,
কেমন ঘরে বাসা দিন যামিনী ॥
সে দিন এসে নারদ বলে শত মুখে,
সদা শিবের ঘরে আছ নিত্য সুখে,

ব্রহ্মাদি অমরে, তোমার পূজা করে,
এ কথা কি সত্য বল মা তাই শুনি ॥
বিশ্বরাণী হও বিশ্বেশ্বরের ধন,
নিঃস্ব মাকে তাই কি হবি বিস্মরণ,
ভুলুয়া বলিছে রাণী কাঁদ মিছে,
বাপের ধারা ছাড়্‌তে পারে নাই ঈশানী ॥

মুলতান—একতালা।

হলি কেন মা চঞ্চলা এত ?
কেন তোর অন্তরে, সন্দেহ সঞ্চরে,
কেন মা তুই কাঁদিস বল্ নিয়ত ॥
সদানন্দ যাকে তুলি আপন বক্ষে,
সর্ব্বস্ব জ্ঞান করি করেন সদা রক্ষে
ত্রিচক্ষু যাহাকে, দেখে মা এক লক্ষ্যে,
দুঃখের মুখ সে দেখেনা ত ॥
বৃথা সে নারদকে কেন দিস্ মা দোষ,
তোদের, পুন্যফলে হলেন জামাই আশুতোষ,
আবার, আমার সাধনায়, হইয়া সদয়,
বিশ্বনাথ হলেন আমার নাথ ॥
বিশ্বেশ্বরকে পূজা যে দিতে আসে মা,
সেইত অগ্রে করে আমার উপাসনা,
রাজরাজেশ্বরী ভিন্ন কেউ বলে না,
যে আসে হয় পদে অবনত ॥

বিশ্বনাথের ঘরে বিশ্বের অন্নদান,
তাইতে আমার এখন অন্নপূর্ণা নাম,
ভিকারী নন হর, বিশ্বের বিশ্বেশ্বর,
তোর, ভুলুযা ত সব অবগত ॥

বউ কথা কও পাখী

—:০:—

সান্ত্বনা।

বউ কথা কও বলি পাখী, কেন ডাক আর।
থাকৃলে এসে বল্‌ত কথা, নাই এ দেশে বউ তোমার।
তার ফুরিয়েছিল কাল, তাইতে নিয়েছে তায় কাল্‌
আয়ুষ্কাল পূর্ণ হলে, এরূপ গতি হয় সবার।
কাল ফুরালে করেনা কাল, কালাকাল বিচার॥
অকালে কাল কবলে, সঁপিয়ে কোলের ছেলে,
পাগল হয়ে কত মা বাপ্‌ ফির্‌ছে অনিবার।
কোথাও কোলের ছেলে দুখ সাগরের মাঝে ফেলে,
মা বাপে যাচ্ছে চলে তেয়াগিয়ে এ সংসার।
দিন ফুরালে দেখরে পাখী, ভবে থাকৃতে সাধ্য কার॥
পতি হারা হয়ে কত, যুবতী অবিরত,
নীরবে নয়ননীরে, ভাসায় বুক ধরার।
আবার, কত যুবক, পত্নী শোকে, করছে হাহাকার॥
মরেনা জরাগ্রস্থ, অস্থি চর্ম্ম, মাত্র সার যাহার।
যাহার, নাই সহায় কেহ শক্তি বিহীন যার দেহ,
মনে বলে মরণ হলে মুক্তি হ'ত তার।

সে মরেনা, মরে যত, যুবক, বালক, জগতের সুসার ॥

কল কথা কাল অন্ত হলে, পলকে মৃত্যু কলে,

অনুপল রয়না কেহ, হয়না কেহ কারো আর।

কারো প্রতি নাই করুনা, এমনি সে কালের বিচার!

তবু যে আমার বলি, পাখি রে!

সে কেবল অজ্ঞানের বিকার ॥

এই ত সেদিন, ধরতে গেলে, দুই কুড়ি আর চৌদ্দ দিন।

পঞ্চা দাদা করলে বিয়ে, ঢাক বাজিয়ে ঢোল বাজিয়ে,

দিয়ে খেমটা যাত্রা কবি, বিদায় করি দুঃখী দীন।

ঘটা পেটীয় তুমুল কাণ্ড, বলব কি পাখি!

—তার নিমন্ত্রনের লুচি খেতে নিমাই ঠাকুর দন্তহীন।

হাজার টাকার গয়না দিল, লক্ষ্মীর মত বউটী এল

পঞ্চা দাদার আহ্লাদে পা পড়্‌তনা মাটীতে এক দিন।

আর যেখানে যেত, বিয়ের গল্প, করত সারাদিন ॥

তারপরে যা বল্‌ব তোমায়,

আজ যে শনি, আর এক শনিবার।

—সে দিন আবার বাপের শ্রাদ্ধ চণ্ডী খুড়োর মার।

আমরা সবাই আছি বসে, এমন সময় বিন্দে এসে,

বল্লে ম'ল পঞ্চাদাদার বউ, উঠেছে খুব হাহাকার।

গেল ভেঙ্গে সুখ স্বপনের আনন্দের বাজার ॥

রোগ ব্যামো নাই বসেছিল, বস্‌তে যেন মূর্চ্ছা প'ল,

যেমন পড়ল অমনি মরল, চীকিৎসা কে করবে কার!

ভেবে দেখ এখন রে পাখী!

এই বাঁচা মরার কাণ্ড চমৎকার ॥

বউ মরেছে তাহার শোকে, পাগল হয়ে ফিরছ লোকে,
ভোজন শয়ন কিছু নাই তোমার।
মরা বউএর মুখের একটী কথা শুনতে সাধ তোমার॥
কিন্তু যদি তুমি মর, একবার স্মরণ কর,
তোমার শোকে, এ তিন লোকে,
চোখের জল কে, ফেলবে আর।
না কেঁদে পরের জন্য, আপন কান্না, কাঁদা এখন,
উচিৎ হয় তোমার ॥
বউ কথা কও বলি যারে, ডাকছ তুমি বারে বারে,
সে ত ফিরে একটী কথা বলিবে না আর।
পাতায় পাতায় ডালে ডালে, বাহিরে কি অন্তরালে,
অবিরাম বউ কথা কও এই বুলি তোমার।
রসনা কি ক্লান্ত হয় না, তোমার রে পাখী ?
শ্রান্তি ক্লান্তি সকল ভুলে, ভুলে ক্ষুৎপিপাসা মূলে,
বউ কথা কও বলি তুমি বেড়াবে কি এই প্রকার ?
বোঝ না কি মরলে রে পাখী !
রয় না কথা বলতে অধিকার ॥
শান্ত হও বাসায় গিয়ে, সুচিন্তায় মন সঁপিয়ে,
যারা আছে তাদের নিয়ে কর গে সংসার।
বউ কথা কও বলে পাখী ডাকিওনা আর ॥
বউ-কথা-কও-পাখী বল সেটী তোমার কেমন বউ !
তুমি তার কে হও, যাকে কথা বলতে কও,

কি কথা সে বল্‌বে বল, কোন কথাটী শুন্‌তে চাও,
পুত্র বউ কি নাতি বউ সে, কিম্বা ছোট ভ্রাতৃ বউ,
কথা কয়না তোমার ডাকে, তুমি তাকে ডাক তউ।
বউ-কথা-কও-পাখী, বল, সেটি তোমার কেমন বউ ॥
পুত্র বধূ সে তোমার, তুমি শ্বশ্রূমাতা তার,
অনুমান আমার মনে হচ্ছে এই প্রকার।
শাশুড়ী না হলে কি, এ হেন মায়া দেখি,
পুত্র হতে পুত্র বধূর প্রতি, রে পাখী !
ভূতলে মমতা সবার ॥
সাক্ষী জননী আমার, আমি গর্ভজা হই তাঁর,
তবু, আমাপেক্ষা বউকে তিনি, ভালবাসেন অনিবার।
পরের মেয়ে আপন হল, পাখিরে !
মেয়ে হয়ে, আমি হলেম, পর তাঁহার ॥
ভোজন শয়ন সময় হলে, মা আগে বউকে বলে,
কে বলে এ সব কথা বুঝে খুঁজে একটী বার।
আমি আপন হয়ে আপন নই তাঁহার।
উড়ে এসে, জুড়ে বসে, বউ হয়েছে আপনার।
আপন মেয়ে পরের হয়, পরের মেয়ে আপনার,
উল্টো আইন যত দেখ, পোড়া মুখো বিধাতার ॥
শাশুড়ী সত্য তুমি, সেটী হয় পুতের বউ তোমার
তাইতে তোমার এত ব্যথা, পাগল হয়ে যথা তথা
বউ কথা কও বলে তুমি, ফির্‌ছ অনিবার।
কিন্তু হলে কি আর হবে, আস্‌বে না আর, ফিরে সে তোমার ॥

বউ কি এতই প্রিয়জন, বিনে তাহার দরশন,
হয়না পাখী তোমার মনে, আনন্দের সঞ্চার।
বউ বিনে কি পুত্র ঘরে, না এসে রয় দেশান্তরে,
হয়েছেকি তোমার গৃহস্থলী অন্ধকার ?
বউ বিনে কি শূন্যরে পাখি, তোমার আনন্দের সংসার।
নাদেখি বউএর বদন, অন্তরে কি এতই বেদন,
রোদন করি বনে বনে, ফির্‌ছ অনিবার।
বউ ফিরে না আসে যদি, তবে কি এই দুঃখের নদী
নিরবধি অন্তরে গো বহিবে তোমার ?
বউ কথা কও বলি তুমি, কাঁদিবে কি এই প্রকার ?
বুঝিলাম সত্য পাখি, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বউ তোমার।
কিন্তু পাখি, প্রকৃতির গতি, হের সুচঞ্চল অতি,
আজ আছে যা, কাল রবেনা, আসা যাওয়া নিয়তি।
এ ভব-বাসে কেবল, পাখিরে, প্রবাস-বসতি !!
প্রাণের প্রিয় বউ তোমার, তোমার গৃহস্থলী-সার,
স্বভাবের নিয়ম পথে ক'রেছে গতি।
ফিরে আর আস্‌বেনা সে, করবেনা সে, ধরায় বসতি।
শাশুড়ি শ্বশুর জনার, মমতা থাকুক হাজার,
আস্‌বেনা দেখিতে সে আর জীবন জনম সঙ্গতি,
ফুরায়ে গেছে পাখি তার ; ইহসুখে নাই তাহার মতি।
অধিক বল্‌ব কি তোমায়, সে না ফিরেও একবার চায়,
পায় যদি নিকটে তাহার প্রাণের প্রিয় প্রাণ-পতি।
ভুলিয়ে মায়ামোহ, অহরহ, এখন তার, সাধনায় মতি।

বেদনে রোদনে আর কি ফল সম্প্রতি,
বউ বলে না কাঁদিও আর,　　　　তোমায় আমার মিনতি ॥
আবার বউ কথা কও বলে ডাক কি কারণ ?
এ ডাকায় কি লাভ তোমার,　　　　মিছে মিছি ডেকনা আর,
ডেক না রাখ কথা,　　　　শুন মোর বারণ।
ডাক্‌লে দেখা পাবেনা যার,　　　　তারে ডাকা অকারণ ॥
যদি মরে প্রিয়জন,　　　　শোকে অবশ হয় জীবন,
বিশেষ যাহার জীবন থাক্‌তে করিয়াছি নির্য্যাতন,
সে জনেরি মরণ হলে,　　　　যে শোকে আগুণ জ্বলে,
ধরাতলে নাইরে পাখি নাই তাহার তুলন
সে তুলনায় শীতল গণি, তুষানল দহন ॥
বুঝি বউ ছিল যখন,　　　　তখন করতে নির্য্যাতন,
অকালে বউ তাই মরেছে দুঃখে জ্বলি অনুক্ষণ।
তাই, কৃত পাপের অনুতাপে,　　　　বনের পাখিরে ?
হয়েছে, উন্মত্ত এমন ?
কিন্তু অতীত ব্যবহার,　　　　চিন্তি লাভ কি বল আর ?
প্রতীকার তাহার বল করবে কি এখন ?
এখন বিলাপ কর, প্রাণে মর,　　　　কর নিত্য অনশন,
সে সব দেখিবে না আর,　　　　প্রাণের প্রিয় বউ তোমার,
তার দুখ সে পেয়ে গেছে,　　　　ত্যাগ করেছে এ জীবন।
এ কলঙ্ক থাক্‌বে তোমার, দিবাকর দিবে যাবৎ জগতে কিরণ ॥
তাহার প্রাণ ছিল যখন,　　　　ভাল বাস্‌লে তায় তখন,
হত না এখন এত অনুতাপ আর অন্তরে।

বেড়াতে না পাগল হয়ে নিবিড় বনে প্রান্তরে।
একটু বলিলে কথা, কত বল্‌তে কু কথা,
তাহার পিতামাতার মাথা খেয়ে, কিল মারিতে চুল ধরে।
বলিয়ে হুড়ক বধু, রাগ করিতে সুধু সুধু,
পুত্রের কাছে বধুর নিন্দা কর্‌তে কত চিত্তরে,
মনের দুঃখে মর্‌ত কেঁদে, বল্‌ত না প্রকাশ করে॥
ওরে ও বনের পাখি, কেন মর্‌ছ আর ডাকি?
মনের দুঃখে অভিমানে প্রাণ ত্যজেছে সে তোমার,
তুমি, যতই কেন কাঁদ নিশি দিন,
ফিরিয়ে সে আস্‌বে না ত আর॥
দিয়েছ যে দুখ তারে, তার সাজা পাও বারে বারে,
বউ কথা কও বলি ঘুরি, বনে বনে অনিবার।
এ সব, ভাবা উচিত ছিল, যখন বউ ছিল তোমার।
মর্‌লে পরে ভালবাসা, সে কেবল লোক দেখান সার॥
তাইতে বলি গত যাহা, ভেবে চিন্তে কি লাভ তাহা,
আহা, আহা, বউ কথা কও বলিও না আর।
থাক্‌লে এসে বল্‌ত কথা, নাই এদেশে বউ তোমার॥

পলায়িতা বধূর অন্বেষণ ভাবিয়া।

—:০:—

বউ কথা কও বলি তুমি ডেকে বেড়াও অনিবার।
বুঝিলাম এতক্ষণে অর্থ আমি এই কথার।
ঘরে নাই সে পালিয়েছে, তাইতে তুমি গাছে গাছে,
বউ কথা কও বলি কর অন্বেষণ তাহার।
কথা বল্লে ধরতে পার, নইলে পাওয়া ভার॥
ওমা কি লজ্জার কথা, এমন বউ কাহার কোথা,
ভরা ঘরে দুয়োর দিয়ে, পালিয়ে হয় পদ্মা পার,
মান ইজ্জতের ভয় করে না, গুরুজনের ধার ধারে না,
মুখ থাকেনা কোনও কুলের, থাকেনা পার যন্ত্রণার,
এমন বউএর অন্বেষণে, পাখি তুমি ঘুরিওনা আর॥
সে যখন বুঝলে না ব্যাথা, তোমার কেন তায় মমতা,
আমার কাছে উচিত কথা, যাহার যেমন ব্যবহার,
তাহার সঙ্গে তেম্নি কর্‌ব, এম্নি শাস্ত্রর বিধাতার!
তার মত সে গেছে চলে দুঃখ কি আর তাহা বলে,
সর্ব্বনাশীর মরণ হলে, শুন্‌বে যখন সমাচার।
তখন গোবরের এক পিণ্ড মেখে গয়ায় কর' শ্রাদ্ধ তার।
বউ কথা কও বলি তুমি ডাকিওনা আর॥
শুন, শুনরে পাখী! কলিকাল যেরূপ দেখি

তাতে বউ পেয়ে যে সুখে থাকা, সে কল্পনা দুরাশার।
সারাদিন না হয় খাট, বউএর মনোমত হাট,
খাটের উপর রাখ তারে খাওয়াও কেবল সারের সার,
কিন্তু তবু কলি কালের বউএর মর্ম্ম পাওয়া ভার।
হায় তুমি যে বউয়ের লাগি, ভোজন শয়ন সকল ত্যাগি,
পাহাড় পর্ব্বত বন কি জঙ্গল অন্বেষিছ অনিবার।
কত কষ্ট পাচ্ছ তুমি শুনরে পাখী!
ভাবে কি এ কষ্টের কথা তোমার সে বউ একটী বার।
তোমার কান্না তুমি কাঁদ, তার মত সে, হয়ে গেছে পার।
এ সব কপালেরই দোষ; কিম্বা কলিকালের দোষ;
কাহার দোষ, তা কেমন করি, বল্‌ব রে পাখি,
আমি ভেবে পাইনা কূল কিনার।
যত সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড হ'ল, অলঙ্কার ধরার!!
পরিয়ে নিত্য নূতন সাড়ী পাঠাও যদি বাপের বাড়ী,
আর, রাখ যদি টাকার তোড়া বউএর হাতে অনিবার,
আর, মাসে মাসে গড়াও যদি, দু' এক খানি অলঙ্কার;
কাজের মধ্যে খাওয়া শোয়া, বেশী বল্লে পাড়ায় যাওয়া,
নাক টিপিয়ে গল্প করবে, নাকে কাঁদ্‌বে হাজার বার,
এ সব দেখে বল্‌তে যদি, পার রে পাখি;
"আহা সোনার লক্ষ্মী বউ আমার!"
বউ এর শ্রদ্ধা পেতে পার তবে দু একবার
এখন ভক্তি স্নেহ লেখা, অধিকাংশ কেবল টাকা,
টাকায় বিদ্যা বুদ্ধি আঁকা, সীমা নাই টাকার মহিমার।

বল্‌তে ঘৃণায় মরে যাই পাখি,
এখন, পিতামাতার স্নেহ কিন্‌তেও, ঘুষ লাগে টাকার॥
চোর কি জুয়োচোর যা ইচ্ছে, হও তাতে কেউ দোষ না দিচ্ছে
দেখ্‌ছে কেবল হচ্ছে কি না দুপয়শা রোজগার।
পশুত্ব কি মনুষ্যত্ব টাকার কাছে সব বিচার॥
সাধুত্বের মাধুর্য্য যাহা, টাকার মধ্যে তাহাও আহা
শীলতা শিষ্টতা মিষ্ট স্বভাব সবই টঙ্কাকার।
টাকার ঝঙ্কারে হয়, সৃজন প্রলয়.
কাল মাহাত্ম এই প্রকার !!
টাকা থাকে যার ঘরে, ধন্য সেই ভবোপরে,
এই, টাকার জোরে, মহর্ষি হয়, নিমাই নাপিত নাগপাড়ার
কত, কুম্ভকর্ণ টাকার জোরে, বেদব্যাসের অবতার !!
কলির এই প্রকার লীলা, ইথে নাই সীতার খেলা,
এখন, সেই পতি মনোরম তত, যে দেয় যত অলঙ্কার।
গরীব পতির ঘর করা কি এখন আছে আর !!
বনের পাখি কি সম্পত্তি আছে বা তোমার !
বউ এর মন যোগাতে তুমি, কি দিয়ে গড়্‌বে অলঙ্কার !
বল্‌তে কর্‌তে রান্না, বান্না বউএর আস্‌ত নাকে কান্না,
ধন্না দিয়ে রইত পড়ে, বাড়ত কেবল অহঙ্কার,
মক্ মকাত, বগ্ বগাত, এই ত সমাচার ?
কথায় কথায় অভিমানে, পুড়ে মর্‌ত মনে প্রাণে,
নির্জ্জনে বিরলে বসি নিন্দে কর্‌ত বিধাতার,
—এমন ঘরে কেন বিয়ে হয়েছিল তার॥

অবশেষে কোনার বউ সে, কোন্ দেশে হয়েছে পার,
আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়ে ঘুর্‌ছ তুমি অনিবার॥
যে জন যাওয়ার সময় যায় না বলে,
খেদ কি সে তার মরণ হলে,
কিসের জন্য বল তুমি অন্বেষণ করিবে তার?
কিম্বা মন্ বোঝেনা তাইতে খোঁজ,
পলায় যদি বউ একবার।
বনে বনে খুঁজ্‌ছ তুমি, আকাশ পাতাল খুঁজে পাওয়া ভার!!
ঢাক বাজানী নিশ্চয়ই সে সন্দেহ নাই তায়,
নইলে কি সে এম্‌নি করি ঘর ছাড়ি পলায়?
ছিছি কি লজ্জার কথা, ভাব্‌তে ঘুরে যায় মাথা,
সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড যত হচ্ছে এবে এ ধরায়।
এই আফিং খাওয়া, পালিয়ে যাওয়া,
সব কেবল নভেল পড়ায়॥
যাহার সতীর ধর্ম্ম নাই, যাহার বউএর কর্ম্ম নাই
কাজ কি মিছে বনে বনে অন্বেষণে তার?
যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, শুন রে পাখি!
বউ কথা কও বলি তুমি ডাকিও না আর॥

কলহ প্রিয়া বউএর ননদিনীর উক্তি।

—::—

বউ কথা কও বলি পাখি ডাকিওনা আর,
বউএর কথা শুনতে ২ পেটে অন্ন নাই দিনান্তে,
এখন চিন্তে মরণ হ'লে বাঁচত প্রাণ এবার।
বউএর মিষ্টি কথার চোটে জগত অন্ধকার॥
বন্ধু বান্ধব ছিল যারা, পর চেয়ে পর হল তারা,
আগুণ লেগে পুড়ে ম'লেও কেউ দেখেনা ফিরে আর।
যারা পরম উপকারী, কত বিঘ্ন বিপদ হারী,
বউএর কথায় তারা এখন হয়েছে সমুদ্র পার।
ঝঙ্কারিণী বউ আমাদের, কথায় তাহার এমুনি তার॥
তুমি ভাব সুলক্ষী বউ মিষ্টি কথা বলে।
বউএর কথায় সুধার সিন্ধু উথলিয়া চলে।
আমরা জানি বউএর খবর, কথা শুনলে শুকায় সাগর,
পাহাড় নড়ে বরফ পোড়ে, জলে আগুণ জ্বলে।
আর ডেকনা বনের পাখি বউ কথা কও বলে॥
হয়ত সে বউ ঘুমে আছে, না হয়ত সে পাড়ায় গেছে,
গুণের নিধি বউ আমাদের বহু জন্মের ফলে,
ভর করেছে এবার এসে আমার দাদার গলে॥

গৃহের লক্ষ্মী বউ আমাদের, বল্‌ব কি তাহার,
সোনার সংসার ভেঙ্গে পাখি করেছে ছারখার॥
বউ যে দিনে এল বাড়ী, সেদিন পুড়ল গোলাবাড়ী,
বাবার মুখে উঠ্‌ল সেদিন প্রথম হাহাকার।
সোনার কান্তি দাদা হ'ল ভাবিয়া আঙ্গার॥
বউ এ বাড়ী এল যখন চোদ্দ বছর বয়স তখন,
পুরো হাতের চার হাত লম্বা মাথায় কটা চুল।
বর্ণ কেমন ? যেমন কালো অপরাজিতা ফুল!
অধরোষ্ঠ মোটা মোটা, চক্ষু দুটো গোটা গোটা,
নাক্‌টা বোঁচা, কান্‌টা বড়, পায়ের গোড়া স্থূল
পিছন সরু মাজা মোটা, কপাল যেন নদীর টোটা,
ঠিক, গাজীর গানের ছোক্‌রা একটী, পরা মেয়ের ছুল।
আর, ভোটের গন্ধ সমস্ত গায়, বলিলাম নির্ভুল॥
দন্ত দুটী বাহির করা, কণ্ঠরব ছাগলের সেরা,
অহঙ্কারে ভরা ইথেও, গুণ গুনি গান গেত।
হাড়ে মাংসে পেটা শরীর লাফ মেরে বউ হ'ত বাহির,
সিঁড়ী দিয়ে নাম্‌তো না সে ; ঘাটে যখন যেত,
লেংঠা হয়ে লজ্জাবতী পরণ কাপড় ধুত॥
এখন, একটী প্রহর বেলা যখন ঘুম থেকে বউ ওঠে তখন,
দুই হাতে দুই চক্ষু মুছে, বলে, "একি হল,
এই না মাত্র শুয়েছিলেম, এতেই রাত্‌ পোহাল ?"
বলেই বসি বিছানায়, শাসায় গরীব বিধাতায়,
তার পরে বউ দুর্গা বলে ঘরের বাহির হয়,

নাই তার ঘোম্‌টা, অর্দ্ধেক লেংঠা, বাড়ী মানুষ ময় ॥
আমরা বলি কাপড় সার, বউ বলে সব মর মর,
কেউ হাসে কেউ উপহাসে কেউ সরিয়ে রয়।
আমরা শেষে কাপড় পরাই, শুনরে পাখি,
প্রভাতের প্রথম পরিচয় ॥
তার পরে সে হাত পা ধুয়ে, দুয়োর জুড়ে পা ঝুলিয়ে,
বসি নাড়ু চালভাজা খায়,—(পিত্তি সান্ত্বনার)।
"কে যায়" বলি পথের মানুষ ডাকে হাজার বার ॥
ভাসুর শ্বশুর মান্‌বেনা সে, বল্লে বলে পোড়া দেশে,
এত কালেও ঘুচ্‌লনা হায় অলীক সংস্কার !
মানুষ হয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলা ভার ॥
তার পরে বউ গল্প করে বাপের বাড়ী তার,
ভাসুর নিয়ে আছে ওঠা বসার ব্যবহার।
মোরা শুন্‌তে লজ্জায় মরি, আট্‌কেনা মুখে তার।
বউ এর মুখে শুন্‌বে যত তাজ্জোব সমাচার ॥
তাহার বাপের বাড়ীর জলে, রাত্রি হ'লে আগুণ জলে,
কুমড়া গাছে বেগুন ফলে, লাউ গাছে হয় সীম।
তার পিসীর একটা ছাগল আছে, তার পেটে হয় ডীম ॥
বল্‌ব কি তোমারে পাখি, এইত সকল কথা তার,
বউ কথা কও বলি তুমি ডাকিওনা আর ॥
বউকে যাহা কর্‌বে মানা, বউ তাহাতে ষোল আনা,
জিদ করিয়ে, কর্‌তে বস্‌বে, ক্ষতি বৃদ্ধি যা হয় হোক।
গৃহস্থলী উজোড় হলে, কিম্বা সকল শুদ্ধ ম'লে,

বো'র তাহাতে নাই কোন দুখ্‌ বউ এর জিদ্‌টী বজায় রোক॥
পাক্‌ করিতে বল্লে পরে, বউএর তাতে জ্বালা ধরে,
দুখের কথা বল্‌ব কাকে! উঠে তাহার পুত্র শোক।
রাঁধা ভাত্‌টা বল্লে দিতে হাঁড়ী ভাঙ্গ্‌বে ভাত বাড়িতে
থাল বাটীতে বাজায় ঘণ্টা, উঠায় ভূমি কম্পের রোক
তার পরে ভাত কাকেও যদি দেয়,
তবে, মিশায় তাতে মাটী পোক॥
আবার বল বউ কথা কও, বোঝনা পাখি,
বউএর কথায় আম্‌রা ভবে যে সুখে থাকি॥
যাকে যা না বল্‌তে পারে, বউ সে কথা বলে তারে,
শাশুড়ীকে সই বলে বউ, শ্বশুর তাহার মাই ডিয়ার।
গুরু ঠাকুর এলেন বাড়ী, তাঁকে বল্লে তশীলদার॥
মোটামুটী মানুষ মোরা, নইত রাজা জমীদার,
চাকর বামুন নাই আমাদের, চালাতে সংসার॥
রাঁধা বাঁটা বাসন মাজা কর্ম্ম যে সকল,
আপন হাতেই করি পাখি জ্বর হ'লে কেবল
আমাদের বিশ্রামের সময় সমাগত হয়,
—গরীবের বৌ ঝি মোরা, দোষের কথা নয়॥
কিন্তু পাখি, বউকে যদি কাজে বলা যায়,
বলামাত্র হিষ্টিরিয়া আসে বউএর গায়।
কাজের সময় হিষ্টীরিয়া খাওয়ার সময় খুব খাটি,
পাড়ায় যাওয়ার সময় হলে, আর ও বেশ পরিপাটী।
দশের মধ্যে বসে যখন, কর্ত্তা পিসীর মত তখন,

কাঁচা হলেও কথায় পাকা ঠিক যেন রসের বাটী।
একটা বউয়ের জ্বালায় পাখি, আমাদের সংসার মাটী॥
ঝাঁটা মার বউএর মুখে, পোড়া কপাল তার,
এমন বউএর কথা শুনতে বাসনা হয় যার॥
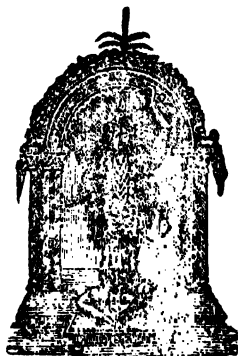
তিরস্কার।

—:•:—

পাখীটার বুদ্ধি সবে দেখগো একবার।
ক'নে বউ ঘোমটা দিয়ে, কূপের ধ'রে বাসন নিয়ে,
মাজ্‌ছে বসি, আমি আছি, দাঁড়িয়ে কাছে তার।
সরমে সে কয়না কথা, হেঁট করিয়ে আছে মাথা,
বউ হ'লে কে বলে কথা, কোথায় হেন অনাচার ?
পাখীটা বউ কথা কও তবুও বলে অনিবার ॥
এত করি বুঝাই, তবু বোঝেনা শোনেনা হায়,
পাখীটার বুদ্ধি হ'ল সহ্য করা দায় ॥
বউকে বলে কথা বল্‌তে, একি লাঞ্ছনা!
বনের পাখী বউএর মর্ম্ম সে বুঝে কি বুঝেনা ॥
"বলুক বা না বলুক কথা, তোর কেন তায় মাথা ব্যথা" ?
আমাদের বউ আমরা তাকে কথা বল্‌তে দিবনা।
এ কথা শুন্‌লে লোকে, কত মন্দ বল্‌বে মোকে,
বউকে দিবে কত গঞ্জনা।
বউ কিরূপে বল্‌বে কথা, কি বিড়ম্বনা!!!"
বনের পাখী থাক্‌বি বনে, ফল পতঙ্গের অন্বেষণে
বাসা বেন্ধে ডিম্ব পাড়া'বি, তা'দিবি মেলি ডানা,
কিচির মিচির শব্দ করি, বেড়াবি উড়ি উড়ি,

মুলুক জুড়ি ঘুর্‌বি, মাঠে পড়ি খাবি শিষ দানা।
পাখী তুই, পাখীর মত হবে তোর সব কারখানা।
তোর এত দূর বুদ্ধি কেন, ঠিক মানুষের মত যেন॥
ঘরের কোনে এসে বউয়ের কথা শুন্‌তে বাসনা;
পাখীর পেটে এই চালাকি, মানুষের দোষ দিবকি?
কিম্বা এটা মানুষ নাকি বুঝেও বুঝ্‌তে পারিনা।
মানুষের মত কথা বলে, ওমা একি যন্ত্রনা!
পাখীর জন্ম লজ্জা সরম কিছুই র'ল না!
আবার বলিস্ বউ কথা কও? দেখ্‌বি তবে মজা?
তোর কুবুদ্ধি ভাঙ্গ্‌ব আজি, কর্‌ব তোকে সোজা!!
ধরতে যদি পারি তোরে, রাখ্‌ব লোহার খাঁচায় ভরে,
দুই বেলা জল ঢাল্‌ব তোর মাথায়।
ক্ষুধায় যখন খেতে চাবি, পোকা ফড়িং কোথা পাবি,
ইন্দুরের মাটী দিব ভাঙ্গের বীজ মিশান তায়।
দুষ্টমী তোর যাবে দূরে প্রাণ বাঁচান হবে দায়॥
যেমন কর্ম্ম সাজা তার তেমন, না দিলে কি দুষ্ট হয় দমন?
তোর ঠোঁট দুখানি কেটে দিয়ে ছিঁড়্‌ব পাখা সমুদয়।
ভাল চাস্ ত এখান হ'তে, পলা এই সময়॥
তুই পাখী তোর বাসায় গিয়ে, পাখী বউকে সঙ্গে নিয়ে,
যত পারিস প্রাণ ভরিয়ে শুন্‌গে সব কথায়।
মানুষের বউ পাখীর সঙ্গে কথা কয় কোথায়?
বউ যদি তোর নাহি থাকে, মিছে কেন মরিস ডেকে,
তোর সনে কে বল্‌বে কথা বলদি এ ধরায়?

—নিজের বউ না থাকলে রে পাখি, পরের বউতে কি কুলোয়?"
"ও বউ মাথাও নেড় না, তুমি কথাও ব'ল না,
তুমি আপনার কাজ আপনি কর, আমি রই হেথায়।
বলুক পাখী বউ কথা কও, তুমিত ওর ঘরের বউ নও,
তুমি কেন বলবে কথা পাখীটার কথায়।
কও কথা কলঙ্ক হবে, হবে মুখ দেখান দায়॥
ওত দাদা নয় তোমার, তুমি ব্যথিত নও উহার।
অলঙ্কার দিবেনা ও, হয়না নিমাই চাঁদ কামার।
কিম্বা, আসে নাই ও খবর নিয়ে,
তোমার বাপের কাল তশীলদার॥
চাহিওনা উহার পানে, মানা শোন বউ আমার।
বনের পাখী বলছে বুলি তাতে কি আসে যায় তোমার॥"
"আবার বলিস্ বউ কথা কও, প্রাণে নাই মোরে।
তোর কর্ত্তাগিরি ভাঙ্গ্‌ব এখন স্পষ্ট কই তোরে।
এখন দাদা বাড়ী এলে, সকল তাকে দিব বলে,
তোকে, হাড়ে মাংসে কর্‌বে চূর্ণ, মরবি শেষে হা করে।
শেষে, আন্‌ব ধরে, ফেল্‌ব মেরে, দশের সাক্ষাতে,
তোর আণ্ডা বাচ্ছা যা আছে ঘরে॥
পাবি যখন উচিত সাজা, ঠিক পাবি কেমন মজা,
আমার দাদার বউয়ের সঙ্গে কথা বলার বাসনায়।
কিল না খেলে কলির মানুষ ঠিক পথে কি যায়?
নগদ সাড়ে নয় শ, দিয়ে, দাদা করে এ বউ বিয়ে,
তোর সনে সে বল্‌বে কথা, ভারিত তার দায়!

খুঁজলে পরে নাহি মেলে একটী কড়ী তোর বাসায় ॥
দাদা শুন্‌তে একটী কথা, বো'র চরণে লুটায় মাথা,
দুইখানি হাত জোড় করিয়ে গড়ুর পক্ষীর মত ধ্যায়।
তাতেও, মানিনী বউ চায়না ফিরে, করে বদন ভার,
দাদা নয়ন জলে বুক ভাসায় ॥
দাদা শুন্‌তে একটী কথা কত করে বল্‌ব কি তা,
তাতে ও এবউ কয়না কথা বিশ পঁচিশ কথায়।
তুই যে কথা শুন্‌তে চা'স বল্‌দি কি আশায় ?
দাদার মত নত হয়ে, বউ-সাধনায় মন সঁপিয়ে,
পারবি কিরে ও বনের পাখি,
তুই ধর্‌তে বউয়ের পায় ?
সাধ থাকে তোর যদি এত, শিখিস সকল দাদার মত,
পণের টাকা জোগাড় করি ডাকিস্ ঘটক বাঞ্ছারাম দাদায়।
বউ এনে সে দিবে তোরে, কথা শুনিস পরাণ ভরে,
খেতে, শুতে, উঠ্‌তে, বস্‌তে, হাস্‌তে, নাচ্‌তে, সব সময়।
নিজের বউ না থাকলে রে পাখি,
পরের বউ তে কি কুলোয় !!

পর্ব্বত প্রান্তে বসিয়া বৃদ্ধ মৃত-পত্নীকের বিলাপ ॥

—:•:—

বউকথা কও বলি পাখি ডাকিও না আর।
তোমার ডাকে হৃদয় ফেটে জীবন যায় আমার ॥
তুমিত বনের পাখী, বৃক্ষলতার মধ্যে থাকি,
থেকে থেকে একই বুলি বলছ অনিবার।
পাখিরে কি বলব তোমারে,
তুমি বনের পাখী, বুঝিবে কি, মর্ম্মব্যথার সমাচার ॥
যে দিন, বউ ছিল ঘরে, তোমার সুধাময় স্বরে
উঠ্‌ত হৃদয় মাঝে পরানন্দের মনোহর তরঙ্গ রে
"বউ কথা কও" বল্‌তে যখন, মধুর ভাবে হয়ে মগন,
চক্ষে যেন নিরখিতাম তাহার প্রতি অঙ্গরে।
সে যে প্রাণ ভরাধন দেহের জীবন শুনরে পাখি।
তাহার মুখ দেখিলে, সকল ভুলে,
চোক রাখিতাম অন্তরে ॥
তোমার একটী বুলির সনে, হাজার কথা জাগে মনে,
জাগে মনে নুতন অনুরাগের যত সুখ স্বপন।
পাখিরে কি বলব তোমারে,

তুমি, বুঝ্‌বে না তা, বুঝ্‌তে তাহা,

কেউ পারে না বিনা প্রেমিক জন॥

তবে, শোকের সময় কাঁদ্‌লে পরে, মনের অনেক দুঃখ হরে,

দুঃখ বলার মানুষ পেলে, মনটা অনেক শীতল হয়।

তাই বলি শোনরে পাখি,

যখন মোদের, প্রথম পরিচয়॥

হাসাহাসি রসারসির নয় তখন সময়

তখন, দেখ্‌লে পরেই ছুটোছুটী লজ্জার বড় ভয়॥

উনত্রিশ আঙ্গুল ঘোমটা দিয়ে, ফিরত কেবল পলাইয়ে,

ধর্‌তে গেলে মর্‌ত কেঁদে, করত কেবল অনুনয়।

সে সব স্মর্‌তে এখন চিত্তে কেবল, পাখীরে যন্ত্রনা হয়॥

গুরু জনে সংসার ভরা, পাছে দুজন পড়ি ধরা,

এই ভয়ে দুজনে মরা রহিতাম গো সব সময়।

তাই ঘুরে ঘুরে মরতেম্‌ কেবল, চোখো চোখী যদি হয়॥

মিছে কাজের ভান করিয়ে, ঘুরতেম এদিক ওদিক চেয়ে,

ইচ্ছা এসে ফাঁকের ঘরে একবার দেখা দিয়ে যায়।

আর মুখ ফুটেও না বলে যদি,

চোক ইশারি একটা কথা কয়॥

কত সময় কত ছলে, অন্দরে গিয়াছি চলে,

—দুরু দুরু কাঁপত হৃদয়, বল্‌তে এখন অশ্রু বয়,

স্বর্গ তখন মর্ত্ত্যে ছিল, এখন স্বর্গ শূন্যে রয়।—

অন্দরে গিয়াছি চলে, কেউ না দেখে এ কৌশলে,
লজ্জাবতী নিয়ে কোলে, ঘোমটা, তুলে চড় মুখ।
দেখ্‌তে যেমন গিয়াছি, পাখি (তোমায় বল্‌ব কি সে দুখ !)
মরার মত চক্ষু বুজে, রইত লক্ষ্মী মাথা গুঁজে
আবার, আঁচল দিয়ে ঢাকৃত বদন,
ভয়ে কাঁপ্‌ত দোহার বুক।
তবু, দ্বিতীয়ার চাঁদের মত, ললাট দেখে, পেতেম স্বর্গ সুখ !!
যাহা হউক তাহার পরে, বুকের লক্ষ্মী বুকে ধরে,
সোহাগ ভরে মৃদুস্বরে, বল্‌তেম একটী কথা কও।
কে কোথায় পড়্‌বে এসে, লজ্জায় দুজন মর্‌ব শেষে,
শীঘ্র বল একটী কথা, একটী কথা বলি যাও।
সে বল্‌ত কেবল, "ভাল আপদ ! ছাড়, আমায় ছেড়ে দাও।"
জন্মান্তরের পাপ ভুগিতে পড়েছি এবার তোমার হাতে,
লুকিয়ে এসে দৌড়ে ধরা, আমায় কেটে কুটে খাও।
সয়না প্রাণে এ যন্ত্রনা ছাড় আমায় ছেড়ে দেও॥"
অবশেষে কান্না ধর্‌ত, তবু না কথা বল্‌ত,
কি যে দুঃখ উঠ্‌ত মনে বল্‌ব কি তোমায়।
দিতাম ছেড়ে, ছুট্‌ত দৌড়ে, লুকা'ত যে কোন্ যা'গায়
মানুষে খুঁজে পাবে তখন,
ব্রহ্মা স্বয়ং খুজ্‌তে বস্‌লে, তাতেও হ'ত পাওয়া দায়।
রহিতাম যখন শয়নে, (পাপ ছিলনা তখন মনে ;

ইচ্ছা হ'ত মনের কথা বল্‌তে বল্‌তে রাত পোহায়।

মনের কথা? আকাশ পাতাল কত যে ভাবতেম্‌

আর দীর্ঘ হ্রস্য ছাই ভস্ম কত যে বকৃতেম

বল্‌তে এখন হাসি আসে, বল্‌ব কি তোমায়,

ইচ্ছা হ'ত মনের কথা বল্‌তে বল্‌তে রাত পোহায়।

আমার মত আমি বলে, সুধাইতাম কৌতূহলে,

"কহ লক্ষ্মী কলঙ্ক কেন আকাশের ঐ চাঁদের গায়,

কিসের জন্য এক ধেয়ানে, চেয়ে থাকে তোমার পানে,

বল শুনি, তোমার কাছে তারামণি-চাঁদ কি চায়?"

সে বল্‌ত, "থাম তোমার কথা, বাহির থেকে শুনা যায়॥

আমি.ই শেষে বলতেম হেসে,

"শুন লক্ষ্মি কই তোমায়।

পড়েছে কলঙ্ক চাঁদে, তাইতে ও চাঁদ দুঃখে কাঁদে,

সর্ব্বদা ভাবনা উহার, কিসে ওর কলঙ্ক যায়।

ভেবে চিন্তে স্থির করেছে, তোমারও চাঁদ বদন আছে,

এখন, তোমার মুখের সঙ্গে যদি, ওর তুলনা করা যায়।

তবে এ গৌরবে কণী চাঁদ নিষ্কলঙ্ক হ'তে পায়।

আপনি বলি মহোল্লাসে, পড়্‌তেম ঢলি তাহার পাশে,

তখন, দেখ্‌তেম সে মোর সুখাবেশে, হত চেতন মৃতপ্রায়।

"শুন্‌লে না, শুন্‌লে না" বলি, কর্‌তেম কেবল হায় হায়।

জাগিয়ে সে কান্না ধর্‌ত, তবুও না কথা বল্‌ত

কি যে দুঃখ উঠ্‌তে মনে বল্‌ব কি তোমায়।
শেষে একটী কথা শোনার জন্য ধরিতাম তার পায়।
অনেক কথা, অনেক কাণ্ড, নাই কিছু আর তার,
খেলেছি এক কালে এক খেলা,
সে ত খেলা নয় সুখ সাগরে সাঁতার।
এখন কোথায় আমি কোথায় বা সে,
কৈ সে সুখের পারাবার ?
স্বপ্নের মত মনে, হয় সকল,
বউ কথা কও বলি পাখি ডাকিও না আর ॥
তোমার ডাক শুনিলে পরে, আমার কেবল নয়ন ঝরে,
অন্তরে আগুনের জ্বালা হয় পাখি আমার,
তুমি তা বুঝ্‌বে না কিছু বলব কি তোমায়,
আমার সাধের নৌকা ডুবে গেছে, ভাস্‌বে না তা ফিরে আর।
এখন আপন কান্না আপনি কাঁদি, আপনি মুছি নয়ন ধার ॥
আর কি আমার আছে আপন জন ?
এখন, দুঃখ-ভরে দীর্ঘ নিশ্বাস দুঃখের ক্ষণ প্রতীকার,
দুঃখ সাগরে হাবু ডুবু খাচ্ছি অনিবার।
সুখের শৈলে উঠে আছাড় পড়েছি এবার।
সুখ দিয়ে দুখ দিল বিধি, এই কি বিধির সুবিচার !
বউ কথা কও বল তুমি, প্রাণ ফাটে আমার ॥
এমন ব্যথিত কে আছে, আমায় লবে তার কাছে,

আমায় শুনাবে তার একটী কথা মধুমাখা সুধাসার।
যাহা শ্রবণ দিয়া মর্ম্মে যাবে রবে না যন্ত্রনা আর।
আমি নয়ন ভরে দেখব তারে, শোনরে পাখি,
আর বলব তারে, ধীরে ধীরে, কি দুঃখে দিন যায় আমার॥
পূর্ব্বে যদি বিন্দু মাত্র বুঝ্‌তে পারিতাম,
এত শীঘ্র কথা বলার শক্তি যাবে তার।
তবে ভোজন শয়ন সকল ভুলে, পূজার লক্ষ্মী কোলে তুলে
সসম্মানে সযতনে শুনিতাম গো কথা তার।
কেন তাহার পূর্ব্বে জীবন গেলনা আমার!॥
আবার বল বউ কথা কও ক্ষান্ত হও পাখি,
বনের পাখি তুমি বল মর্ম্ম ব্যথার বুঝ্‌বে কি?
এক বুলি শিখেছ ভাল, বল্লে তাই আজন্ম কাল,
ভালমন্দ কিসে কি হয় তুমি তাহার জান্‌বে কি?
ফড়িং খাওয়া বুদ্ধি তোমার, বল্‌ব কি তোমায়,
যাহা মানুষের ভাবনার অতীত,
তুমি, তাহার মর্ম্ম পাবে কি?
বউ কথা কও বল, কিন্তু বউ যে কি জিনিস্‌,
তাহা জায়না জানা শুনরে পাখি,
না থাকূলে বিধাতার আশীষ।
পরের মেয়ে ঘরে নিয়ে জীবনের স্বর্ব্বস্ব দিয়ে,
বউ এর সেবায় মত্ত হয়ে রহে মানুষ অহর্নিশি,

রত্ন সোনায় সাজাইয়ে দেখে হয়ে নিনিমিষ।
বণচর বিহঙ্গ তুমি হও,
বুঝায় কিসে তোমায় বউ যে কি জিনিস॥
বউ কথা কও বল পাখি, নাই তোমার বিচার,
বউ কি আর এ দেশে আছে, সে যে, এদেশ থেকে চলে গেছে,
কোথায় গেছে, কোথায় আছে, কে জানে তার সমাচার।
সে দেশের খবর রে পাখি,
বল, এদেশ থেকে, জান্‌তে সাধ্য কার!!
কত রাজা, রাজাধিরাজ, মহাবীর কত,
যাদের প্রতাপে মাধ্যাহ্ন তপন ম্রিয়মান হ'ত,
যাদের সম্পদ সমৃদ্ধি ভরে বসুন্ধরার কলেবরে,
উঠ্‌ত কম্প, লম্ফে ঝম্পে, পাষাণ ভয়ে জল হ'ত,
যাদের শাসন ভয়ে বাঘে ছাগে একই ঘাটে জল খেতে।
তারাও ত কালের শাসনে, হয়েছে সেই দেশগত।
কত যাচ্ছে কত আস্‌ছে, ঠিকানা কে কর্‌তে পাচ্ছে,
যে যাচ্ছে সে যাচ্ছে চলে, জনমের মত,
যাওয়া আসার স্রোত দেখ পাখি
কেবল বচ্ছে প্রতি নিয়ত॥
বউ যদি এ দেশে র'ত, তোমার ডাকে ডাক শুনিত,
ধীরে ধীরে বল্‌ত কথা মধুমাখা সুধার অধরে।
অমৃতের বৃষ্টি হ'ত শ্রবণ বিবরে।

হায় কি কথা ছিল তার যেন কোকিলের ঝঙ্কার,
নির্জ্জনে বসিয়া শুনি ইচ্ছা হয় আবার।
ইচ্ছা হয় যে নয়ন ভরে, আবার আমি দেখি তারে,
আবার রাখি বুকভরা ধন বুকের মাঝে আদরে।
—মিথ্যা ইচ্ছা মিথ্যা আশা দুরাশার ঘোরে!!
এই যে নিরজন পাহাড়, আছি অন্তরে ইহার,
এখন বন্য পশু পক্ষী যত সঙ্গী হয় আমার।
নির্বাপিত দীপের মত, এবৃদ্ধ বয়সে রে পাখি,
এখন এ জীবন আমার॥
নাই সে যৌবনের গরব, এখন বৃত্তি সব নীরব,
জীবনের জীবনত্ব জরার বশে যেন নিরাকার
বার্দ্ধকের তরঙ্গে ভেঙ্গে গেছরে পাখি
আমার এ শরীরের কূল কিনার॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা হ্রাস হয়েছে, মরণের নিশান উড়েছে,
মনে হচ্ছে কখন যেন আসে যাওয়ার সমাচার।
কখন যেন উঠ্‌তে হবে, এই সকলেই পড়ে রবে,
রবে যাদের আপন বলি কেউ হবেনা সঙ্গী আর।
এসেছে সেই দিন নিকটে পাখিরে আমার।
তবুও এখনো মনে ভাবি,
হায় তাহাকে পেতেম যদি দেখিতে একবার॥
বলিতেও লজ্জা করে বৃদ্ধ কালের মনোসাধ আমার)

বিষময় সংসারে এসে, বেড়াচ্ছিলেম ভেসে ভেসে,
কিন্তু তাহার সঙ্গে মিশে, পেয়েছিলেম আনন্দ অপার।
দিন চারি পাঁচ ছিলেম ভাল, তাহার পরে যাহা তাই আবার॥
কোথায় ছিলেম, কোথায় এলেম, হায়রে কি করিয়ে গেলেম,
ভাবিলাম না, বুঝিলাম না, এবার আমি কিছু তার,
কত খেয়ে কত পরে, কত হাসি কান্না করে,
কত রাগে অনুরাগে, কত ভোগেই মজিলাম এবার।
স্বপনের ঘোরে যেন ঘুরিলাম পাখি,
যা হবার তা হয়ে গেল ভাবিয়ে তা লাভ কি আর!!
কেবল ভাবি এই সময়ে, জীবনে এই শেষ সময়ে,
দেখিতে পারিতাম যদি তাহাকে একবার!
আমার সমস্ত সাধ পূর্ণ হ'ত তা হলে এইবার!!
জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়ে, অন্তরের মধ্যে নিয়ে,
জীবনপণে সযতনে করেছি অর্চ্চনা যার,
জানিনা সে কোন্ দোষে মোর কর্‌ল এবার পরিহার॥
যে আদর করেছি তারে, মানুষে তা কর্‌তে নারে,
—সাধকের প্রেমের সন্ধান দেবতারও পাওয়া ভার!
যে আদর করেছি তারে পরমেশ্বর সাক্ষি তার॥
উচ্চ ঘরে জন্মেছিল, উচ্চ শিক্ষা পেয়েছিল,
উচ্চ কাজে উল্লাস ছিল, ছিল উচ্চ দৃষ্টি তার।
উঠ্‌তে, বস্‌তে, খেতে, শুতে, পরিচয় দিত উচ্চতার॥

তুচ্ছ কাজে তুচ্ছ কথায়, সাধ্য কি ভুলাবে তাহায়,
রাধ্য হ'ত কেবল উচ্চ ব্যবহারে অনিবার
তুচ্ছ ভাবে স্বভাবে বিরক্তি হ'ত তার ॥
সত্য বটে মনে হ'ল, একদিন আমি তায়
বিনাদোষে মন্দ বলি তুচ্ছ কুভাষায়।
(পরিহাস করিয়াছিনু মনের ক্রোধে নয়
সত্য সত্য সত্য বলি ধর্ম্ম সাক্ষী হয়।)
রোগ শয়নে ছিল শুয়ে, অমনি লক্ষী উঠ্‌ল ধেয়ে,
শরীরে ছিলনা শক্তি তবু দুঃখ ভার,
সইতে নারী শুভঙ্করী দাঁড়াল একবার।
আমার শান্তি বিধায়িনী, হ'ল যেন উন্মাদিনী,
পবনবেগে চল্‌ল ধেয়ে, নিষেধ না শুনিল আর।
রুগ্নদেহে গৃহস্থালীর গুরু কার্য্য ভার,
নিমিষে সম্পন্ন করি আসিল আবার ॥
জিজ্ঞাসিল আমাকে সে, "কি আপনি চান।"
বলিলাম, "কর্ত্তব্য চাহি, নাহি চাহি প্রাণ।"
উত্তরিল, "তাহাই তবে সাধিব এবার,
গৃহস্থলীর কার্য্যে বলি দিব প্রাণ আমার ॥"
পরিশ্রমে অবসন্ন হ'ল তার দেহ।
তাহার মর্ম্ম বেদনা যা, বুঝ'ল না কেহ।
অতিরিক্ত পরিশ্রমে দুর্ব্বল দেহ হল ক্রমে,

সুখের ঘরে তাহার ছিল দুঃখ দুসঃহ,
আবার, আমি সর্ব্বাপেক্ষা দোষী, বুঝ্‌বে কে কেহ॥
সদ্‌গুণের অভিমানিনী সহি মর্ম্মে ক্লেশ,
কারো ঠাঁই সে ক্লেশের কিছু না বলি বিশেষ,
বীরের মত আপনার কর্ত্তব্য করি শেষ,
একদিন উঠি প্রভাত কালে বল্লে, আজি মরণ হলে,
(বৈশাখী পূর্ণিমা সে দিন শান্তিমাখা দেশ।)
বল্লে আজি মহা পথে, মহাযাত্রায় সুদিন বেশ।
দশটার সময় গেল ছেড়ে,
উপেক্ষা করিয়া আমায়, না রাখি মমতার লেশ॥
মুখের কথায় এত হল, জন্মের মত ছেড়ে গেল,
আমার দশা দেখি শিক্ষা করুক এ সমস্ত দেশ।
একদিনও যে গৃহের লক্ষ্মী করে অনাদর,
নাই তাহার যাতনার শেষ॥

সম্পূর্ণ।